জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বৈভবের বিশ্বরেকর্ড

আন্তর্জাতিক যুব-ক্রিকেটে সব থেকে বেশি ৬ মারার (৪১টি) নতুন রেকর্ড গড়লেন বৈভব সূর্যবংশী। বুধবার অস্ট্রেলিয়া যুব-দলের বিরুদ্ধে হাফ সেঞ্চুরি হাঁকানোর পথে এই নজির গড়েছেন তিনি

বৃষ্টি চলবে

পরবর্তী সপ্তাহ জুড়ে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত। কলকাতা, হাওড়া এবং হুগলিতে হালকা বৃষ্টি। জঙ্গলমহলেও বৃষ্টি হবে। প্রশাসন ও সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ হাওয়া অফিসের

ইডির দাবি খারিজ করে দিয়ে চন্দ্রনাথকে জামিন দিল কোর্ট

প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ মোদি-শাহ লাদাখে আগুন বিজেপি অফিসে

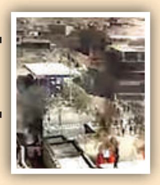

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১২৩ ● ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ৮ আশ্বিন ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 123 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 25 SEPTEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

মৃতদের পরিবারকে এককালীন ২ লক্ষ টাকা ■ সিইএসসি চাকরি না দিলে হোমগার্ডের নিয়োগপত্র দেবে রাজ্য সরকার

দিন-রাত এক করে কাজ জল নামল দ্রুত গতিতে

প্রতিবেদন : যে কথা সেই কাজ। সোমবার রাতভর দুর্যোগের পরদিন সকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন দ্রুত শহরের জল নামবে। কার্যক্ষেত্রে তাই ঘটল। রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুরসভার অক্লান্ত পরিশ্রমে জলমুক্ত তিলোত্তমা। পুজো মণ্ডপগুলিতে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হয়েছে। হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন শহরবাসী। স্বাভাবিক হয়েছে জনজীবন। এরইসঙ্গে মানবিক মুখ্যমন্ত্রী পাশে দাঁড়িয়েছেন সিইএসসি-র খোলা তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃতদের পরিবারের পাশে। বুধবার পুজো উদ্বোধনে গিয়ে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেন তিনি। সেইসঙ্গে জানিয়ে দেন, সিইএসসি ক্ষতিপূরণ না দিলে রাজ্যই মৃতদের পরিবারের একজনকে স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে।

সোমবার রাতে রেকর্ড-ব্রেকিং বৃষ্টির জেরে অনভিপ্রেত মৃত্যু হয় ১০ জনের। মঙ্গলবারই তিনি জানিয়েছিলেন, সিইএসসি-র সঙ্গে কথা বলবেন, ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবেন। সেইমতো কথাও বলেন। বুধবার সকালে এক মৃতের পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথাও বলেন তিনি। এরপর দুপুরে ভবানীপুরে (এরপর ১২ পাতায়)

■ একডালিয়া এভারগ্রিনের পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন সুব্রতজায়া ছন্দবাণী মুখোপাধ্যায়, সাংসদ মালা রায়, বিধায়ক দেবাশিস কুমার। বুধবার।

প্রকাশিত টেট পরীক্ষার ফল পাশ ৬,৭৫৪

প্রতিবেদন : প্রকাশিত হল প্রাথমিক টেটের ফলাফল। ২০২৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর হয়েছিল পরীক্ষা। সেই ফল প্রকাশ হল বুধবার। বিকেল পাঁচটা থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ওয়েবসাইটে ফলাফল দেখতে পাচ্ছেন পরীক্ষার্থীরা। এদিন ফল প্রকাশের পর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। আগামী কাল দুপুর দুটোর পর পর্ষদের ওয়েবসাইটে ওএমআর

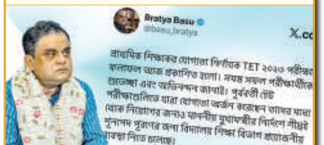

শিট আপলোড করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এ বছর মোট রেজিস্টার করেছিলেন ৩,০৯,০৫৪ জন। এঁদের মধ্যে পরীক্ষা দিয়েছেন ২,৭৩,১৪৭ জন। উত্তীর্ণ হয়েছেন ৬,৭৫৪ জন। এক থেকে দশের মধ্যে রয়েছে ৬৪ জন। ব্রাত্য বসু পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, প্রাথমিক শিক্ষকের যোগ্যতা-নির্ণায়ক টেট ২০২৩ পরীক্ষার ফলাফল আজ প্রকাশিত হল। সমস্ত সফল পরীক্ষার্থীকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। পূর্ববর্তী টেট পরীক্ষাগুলিতে যাঁরা যোগ্যতা (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে এককেদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

পাহাড় পৃথিবী

মেঘ ছায়ার
রৌদ্র মায়ায়
নিরিবিলি মেঘঝঙ্কার।
ছায়া বীথির
স্বর্ণালঙ্কারের চূড়ায়
হালকা মেঘ-অহঙ্কার।
সঞ্চিনি-শঙ্কিনী
সংকিনী ভাসিনির ভেলায়
সবুজায়নের অলঙ্কার
পাতাবাহার, অর্কিড
ও ক্যাকটাস বারান্দায়
ফুলই জগতের মণিহার।
পাহাড়ে পাহাড়ের
স্তর থেকে স্তরে,
ঝোরার ঝরা জলে ;
প্রকৃতির জল
ফোয়ারা গড়ে।
পাহাড়ের কোলে কোলে
মেঘ-রৌদ্রর
লুকোচুরির খেলায়
দেখবে ছায়াবীথি মায়াবী
মেঘ কুয়াশায়
ঘুম ভাঙায় পাহাড়
এটা তো পাহাড় পৃথিবী।

সংস্কারের পর কালীঘাট দমকলের নতুন ভবনের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : কালীঘাটে নবনির্মিত দমকল কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার তৃতীয়ার দুপুরে শহরের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ উদ্বোধনের মাঝেই কালীঘাটে দমকলের নয়া ভবনের উদ্বোধন করেন তিনি। একইসঙ্গে পতাকা নেড়ে দমকলের ২৯টি বাইকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, সাংসদ মালা রায়, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, কাউন্সিলর কাজরি বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দমকলের (এরপর ৯ পাতায়)

■ সংস্কারের পর কালীঘাটে দমকলের নতুন ভবনের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, সাংসদ মালা রায়, বিধায়ক দেবাশিস কুমার ও কাউন্সিলর কাজরি বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্মৃতিচারণ, ডান্ডিয়া নাচ, মদনের গান, ৪০ পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : চক্রবেড়িয়ার পুজোতে মহিলাদের আবদারে ডান্ডিয়া নাচ। ভবানীপুর মুক্ত সংঘের পুজোতে মদন মিত্রের গান। বুধবার দুপুর থেকে দক্ষিণ কলকাতার একাধিক পুজো উদ্বোধন জুড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে তৈরি হল এরকম নানা ভাললাগার মুহূর্ত। একইসঙ্গে প্রয়াত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের পুজো বলে খ্যাত একডালিয়া এভারগ্রিনে গিয়ে খানিক স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী ছন্দবাণী মুখোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে পুরনো দিনের কথা শোনান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কীভাবে পুজোর আগে থেকে উদ্বোধনের তারিখ দেওয়ার জন্য নাছোড়বান্দা হয়ে থাকতেন। তাঁর সুব্রতদার অকাল প্রয়াণে আজও ব্যথিত মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের সকলকে অনেক কাঁদিয়ে সুব্রতদা চলে গিয়েছে। (এরপর ১২ পাতায়)

■ চক্রবেড়িয়ার উদ্বোধনে গিয়ে ডান্ডিয়া নাচ।

তারিখ অভিধান

১৯৯০
প্রফুল্লচন্দ্র সেন (১৮৯৭-১৯৯০) এদিন প্রয়াত হন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর ১৯৬২-’৬৭ তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯২১ সালে গান্ধীজির ডাকে সাড়া দিয়ে রাজনৈতিক জীবন বেছে নেন। ১৯২২-এ হুগলির গ্রামে গ্রামে গিয়ে চরকা ও খদ্দর-প্রচারে তৎপর হন। দুর্গম ও ম্যালেরিয়া-অধ্যুষিত হুগলির আরামবাগকে কর্মকেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়ে সেখানেই কাটান। সহজ সরল অনাড়ম্বর গান্ধীবাদী এই নেতা ‘আরামবাগের গান্ধী’ নামে পরিচিত ছিলেন। কোনওদিন কোনও সরকারি সাহায্য বা দাক্ষিণ্য তিনি নেননি। একটা সময় এমন অবস্থা ছিল যে চিকিৎসার সব খরচও তাঁর নিজের পক্ষে বহন করা সম্ভব হচ্ছিল না। অথচ এই প্রফুল্ল সেনের বিরুদ্ধে রাজ্যের বামপন্থীরা একসময়ে প্রচার চালান, তিনি নাকি স্টিফেন হাউসটাই কিনে নিয়েছেন! সে-অভিযোগ শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু আরামবাগের মতো নির্বাচন কেন্দ্রে ১৯৬৭-র ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি আটশো ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন। কলকাতার কোনও বাজারে

নাকি সেদিন কাঁচকলা পাওয়া যায়নি। দু’গুণ দামে কাঁচকলা বিক্রি হয়েছিল। কারণ, কলকাতার তীব্র মূল্যবৃদ্ধির বাজারে তিনি কাঁচকলা সস্তা বলে সেটি খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন মানুষকে। তাতে বাংলার আমজনতার মধ্যে ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হয়। ১৯৮৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পরাস্ত করার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর আশীর্বাদ নেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০০২
এদিন গুজরাতের গান্ধীনগরে অবস্থিত অক্ষরধাম মন্দিরে একটি জঙ্গিহানার ঘটনা ঘটে। মুর্তাজা হাফিজ ইয়াসিন ও আশরাফ আলি মোহাম্মেদ ফারুক নামে দুই জঙ্গি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও হ্যান্ড গ্রেনেডের সাহায্যে এই হামলা চালিয়েছিল। ৩৩ জন নিহত এবং ৮০ জন আহত হন। জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে দুই জঙ্গিকে হত্যা করে। পরে গুজরাত পুলিশ আরও ৬ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ২০১৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট ওই ৬ জনকে বেকসুর খালাসের আদেশ দেয়।

২০১০
এদিন থেকে প্রতিবছর ২৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ব জুড়ে উদ্‌যাপিত হয় ‘বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস’। এর মূল উদ্দেশ্য হল, বিশ্বের সবাইকে ফার্মেসি সম্পর্কে জ্ঞাত করা, ফার্মেসিকে একটি আলাদা পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, সমাজে ফার্মাসিস্টদের গুরুত্ব তুলে ধরা ও তাঁদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা পৌঁছে দেওয়া। ১৯১২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে আন্তর্জাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল ফেডারেশনের প্রথম কার্যনির্বাহী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই আন্তর্জাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল ফেডারেশনের উদ্যোগে ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত ইস্তাম্বুল সম্মেলনে ২৫ সেপ্টেম্বরকে বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

১৯৩৩
ইতালির তুরিন ক্যাথিড্রালে যিশুখ্রিস্টের শবদেহ আচ্ছাদনকারী বস্ত্র হিসেবে জনসমক্ষে আনা হল একটি ১৪ ফুট কাপড়। রক্তের দাগ লেগে আছে তাতে। একজন মানুষের মুখের ও শরীরের ছাপ স্পষ্ট। অনুমান করা হয়, ১৩৬৮-’৯৪-এর মধ্যে কোনও এক সময়ে ওই বস্ত্রখণ্ড এই গির্জায় আসে।

১৯৬৯
মধু বসু (১৯০০-১৯৬৯) এদিন মারা যান। এই চিত্রপরিচালক, অভিনেতা ও নাট্যব্যক্তিত্বের আসল নাম সুকুমার বসু। বিলেতে গিয়ে ক্যামেরার কাজ শেখেন ও অ্যালফ্রেড হিচককের সঙ্গে কিছুদিন কাজ করেন। দেশে ফিরে পরিচালক হিসেবে জনপ্রিয়তা পান ‘আলিবাবা’ ছবির পর। ছবিটিতে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সাধনা বসু দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ৩০টি ছবি পরিচালনা করেছেন। তাঁর পরিচালিত শেষ ছবি ‘বীরেশ্বর বিবেকানন্দ’।

কর্মসূচি

■ ক্যানিং মিঠাখালি সর্বজনীন দুর্গোৎসবের উদ্বোধনে উপস্থিত সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। ছিলেন জেলা সভাপতিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি, বিধায়ক পরেশরাম দাস, বিধায়ক সওকত মোল্লা, আইসি সুশোভন সরকার, বিডিও নরোত্তম বিশ্বাস, পুজো কমিটির সভাপতি উত্তম দাস-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫০৬

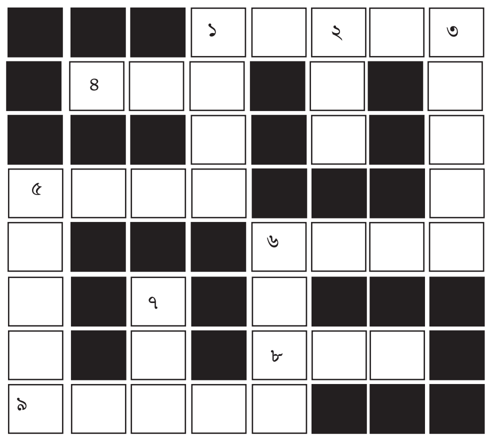

পাশাপাশি : ১. দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি বিবিধ শাস্ত্র ৪. (আল.) অবনতি ৫. ক্ষুদ্র কাহিনি, গল্প ৬. সহোদর ৮. পল্লিগ্রাম, গ্রামাঞ্চল ৯. পরিচারিকা।

উপর-নিচ : ১. জ্ঞানী ২. গোলাকৃতি সুস্বাদু মুর্শিদাবাদের আম ৩. সদ্যসকাল ৫. উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ৬. তালগাছ—দাঁড়িয়ে ৭. বনপাল, রনরক্ষক।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫০৫ : পাশাপাশি : ১. চেতনা ৪. গাদাগুচ্ছের ৬. রসাল ৭. তিনকাল ৯. নগরাজ ১২. বাধ্যতা ১৩. মাথারখুলি ১৪. কাবেরী। **উপর-নিচ :** ১. চেয়ারম্যান ২. নাগাল ৩. অগুনতি ৫. রসিকা ৮. ললিতাগৌরী ১০. গরিমা ১১. জহরত ১২. বালিকা।

২৪ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৪৩০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৪৯০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৯২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৩৬০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৩৬১০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৯৬	৮৮.০৬
ইউরো	১০৯.৪৫	১০৩.৪১
পাউন্ড	১২৫.৪৬	১১৮.৪০

নজরকাড়া ইনস্টা

■ আলিয়া ভাট

■ অঙ্কুশ হাজরা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

৩
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

25 September, 2025 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

জমা জল নামাতে গিয়ে মৃত্যু রাজপুর সোনারপুর পুরসভার অস্থায়ী কর্মীর। নাম জয়ন্ত ঘোষ। নোংরা জলে শ্বাসরোধ হয়েই মৃত্যু, প্রাথমিক অনুমান

জোড়া নিম্নচাপের আশঙ্কা, পুজোয় বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই রাজ্যবাসীর

প্রতিবেদন : নিম্নচাপের শক্তিক্ষয়ে আপাতত ভারী বৃষ্টি থেকে মুক্তি। তবে পুজোতে পিছু ছাড়বে না বৃষ্টি। জোড়া নিম্নচাপে পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত হালকা-মাঝারি বৃষ্টি চলবে কলকাতা-সহ রাজ্যের দক্ষিণে। বুধবার সাফ জানিয়ে দিয়েছে হাওয়া অফিস। ইতিমধ্যেই সাগরে নতুন করে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। বৃহস্পতিবার যা পরিণত হবে শক্তিশালী নিম্নচাপে এবং শুক্রে উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে তা পরিণত হবে গভীর নিম্নচাপ। এর প্রভাবে মোটামুটি রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে দক্ষিণের জেলাগুলিতে। এরপর ৩০ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে পারে বঙ্গোপসাগরে। এর ফলে নবমী থেকে ফের বৃষ্টি বাড়তে পারে দক্ষিণের জেলায়।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী পাঁচ থেকে সাতদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই। বজ্রপাতের সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমানে। শুক্রবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে। শনিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণে মেঘলা আকাশ, কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টি হতে পারে পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ায়। কলকাতায় আগামী দু'দিন মাঝেমধ্যে রোদের দেখা মিললেও মূলত মেঘলা আকাশ থাকবে। কখনও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। যদিও রাজ্যের উত্তরে আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। দার্জিলিং-সহ উত্তরের পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।

■ গড়িয়ার কামডহরি পূর্বপাড়া রিক্রিয়েশন ক্লাবের ঐতিহ্যবাহী পঞ্চদুর্গা-র ৭১তম বর্ষের দুর্গোৎসবের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ছিলেন বরো চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তী ও কাউন্সিলর গোপাল রায়। বুধবার।

হাজরা পার্ক দুর্গোৎসবের উদ্বোধন

প্রতিবেদন : ১৯৪২ সালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর হাত ধরে শুরু হয়েছিল এই পুজো। ৮৩ বছরের সেই হাজরা পার্ক দুর্গোৎসবের উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে তাঁর পুত্র ও যুব নেতা সায়নদেব চট্টোপাধ্যায়। বুধবার সন্ধ্যায় এই পুজোর উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী ও মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সায়নদেব তাঁকে পুজোর কাজ ও থিম বোঝালেন। পুরোটা দেখলেন ফিরহাদ হাকিম। তারিফ করলেন শিল্পী ও উদ্যোক্তাদের।

■ হাজরা পার্ক দুর্গোৎসবের সূচনায় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী ও মেয়র ফিরহাদ হাকিম-সহ বিশিষ্টরা। বুধবার।

প্রমাণ হল, বিজেপির পাড়া নেই, পুজো নেই

প্রতিবেদন : হাতে ছিল মাত্র তিনটি পুজো। তিনটি থেকেও খসে পড়ল একটা! বাতিল হল দক্ষিণ কলকাতার সেবক সংঘে অমিত শাহর পুজো উদ্বোধন। রইল বাকি দুই। বাংলায় ৬২ হাজার ৩৫৫টি পুজোর মধ্যে বিজেপি দাবি করেছিল তাদের পুজো তিনটি। তার মধ্যে লোকজন হবে না আশঙ্কা করে বাতিল করে দেওয়া হল ৮৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুজোর উদ্বোধন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় সে-কথা। অমিত শাহর এই পুজো উদ্বোধন বাতিল নিয়ে তৃণমূলের কটাক্ষ, দুর্গাপুজোর পীঠস্থান বাংলায় বিজেপির কোনও জায়গা নেই। ওদের সঙ্গে জনসমর্থন নেই, লোকজন নেই, তা সত্ত্বেও মিছেই ঢাক-ঢোল পেটানো। প্রমাণ হয়ে গেল বিজেপির আসলে বাংলায় কোনও পাড়া নেই, পুজো নেই।

এ প্রসঙ্গে, তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ সমাজমাধ্যমে লেখেন, লোকজন হবে না। তাই দক্ষিণ কলকাতায় বাতিল হল অমিত শাহর পুজো উদ্বোধন। দিল্লি থেকে রাজ্য বিজেপিকে এইমাত্র জানানো হয়েছে বাতিল। যদিও আমন্ত্রণপর্ব শেষ। সূত্রের খবর, কোনও ভিড় হবে না বলে আইবি রিপোর্ট দিয়েছে। ফলে রইল বাকি দুই। নেবুতলা পার্ক ও সল্টলেকের হল ভাড়া করা পুজো। অমিতবাবুর যাতায়াত, ছবি তোলাই সার। তাঁদের এই পুজো পর্যটনের কোনও রাজনৈতিক প্রভাব আগেও ছিল না, এখনও নেই।

■ বেলেঘাটা গান্ধীমাঠ ফ্রেন্ডস সার্কেলের পুজো উদ্বোধনে কুণাল ঘোষ, দীনেশ বাজাজ, মৃত্যুঞ্জয় পাল, শক্তিপ্রতাপ সিং, অনঙ্গ ঘোষ, রাজু নস্কর, স্বরাজ নস্কর প্রমুখ। বুধবার।

পুজোর আগেই হাওড়াবাসীর পাশে অভিষেকের দূত দুর্গাপুজো অ্যাপ

সংবাদদাতা, হাওড়া : উৎসবের মরশুমেও ভরসা সেই সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশেই উৎসবের মরশুমে অভিষেকের দূত হিসেবে মানুষের পাশে থাকছেন যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। হাওড়ায় যুবনেতা কৈলাস মিশ্রর উদ্যোগে 'অভিষেকের দূত দুর্গাপুজো অ্যাপ' শীর্ষক একটি মোবাইল অ্যাপের সূচনা করলেন হাওড়া সদর তৃণমূলের চেয়ারম্যান ও মন্ত্রী অরূপ রায়। ছিলেন হাওড়া সদর তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, বিধায়ক ও মহিলা সভানেত্রী নন্দিতা চৌধুরি, সাংসদ প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া সদর যুব তৃণমূল সভাপতি কৈলাস মিশ্র।

যেকোনও অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলেই এই অ্যাপ ব্যবহার করা যাবে। হাওড়া সদরের ৮টি বিধানসভার পুজোর সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য, নিকটবর্তী থানা, দমকল অফিসের ফোন নম্বর, কোথায় কেমন ভিড়, কীভাবে মণ্ডপগুলিতে যেতে হবে, সব তথ্যই মিলবে অ্যাপে। সেইসঙ্গে বিধানসভা কেন্দ্রের নির্দিষ্ট কয়েকজন যুব তৃণমূল কর্মীদের নাম ও ফোন নম্বরও দেওয়া থাকছে। মোট ১৮০ জন 'অভিষেকের দূত' হিসেবে নিযুক্ত যুব তৃণমল কর্মীদের নাম ও ফোন নম্বরও দেওয়া থাকছে। কৈলাশ মিশ্র জানান, ষষ্ঠীর দিন থেকে আমাদের এই পরিষেবা চালু হয়ে কালীপুজো, ছটপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো হয়ে বড়দিন পর্যন্ত কর্মীরা অভিষেকের দূত হিসেবে মানুষের পাশে থাকবেন। আমরা গত ৩ বছর ধরে এই পরিষেবা দিয়ে আসছি। এবারই প্রথম এই সংক্রান্ত মোবাইল অ্যাপটি চালু হল।

ইস্কোর কর্মী নির্বাচন রাজ্যের পক্ষেই রায়

প্রতিবেদন : ইস্কোর কর্মীভোট মামলায় রাজ্যের পক্ষেই রায় দিল হাইকোর্ট। বুধবার এই রায়ে ভোট রাজ্য সরকারই করবে বলে জানিয়ে দেয় হাইকোর্ট। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী মলয় ঘটক জানিয়েছেন, কেন্দ্রের অধীনস্থ কুলটির ইস্কো স্টিল প্ল্যান্টে সেন্ট্রাল লেবার কমিশন থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। কর্মীদের মধ্যে ভোট হবে বলে এই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। সেই মতো বিজ্ঞপ্তিতে ফলাও করে দেওয়া হয় একাধিক নির্দেশিকাও।

এই ভোট নিয়েই হয় মামলা। রাজ্য সরকারকেও যুক্ত করা হয়। রাজ্যের তরফেও সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, এই ভোট একমাত্র রাজ্য করতে পারে, কেন্দ্র নয়। এই নিয়েই হাইকোর্টে যে মামলা হয় তাতেই রাজ্যের পক্ষেই আসে রায়। ভোট করলে তা রাজ্যই করতে পারবে রায়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

■ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মৃত্যুদিবসে তাঁর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানালেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

নৌকায় চেপে মণ্ডপে উমা

সংবাদদাতা, ঘাটাল : কিছুদিন আগে পর্যন্ত নিচু এলাকা প্লাবিত থাকায় ঘাটালে দুর্গামণ্ডপ তৈরির কাজে হিমশিম খেয়েছেন উদ্যোক্তারা। সেই মণ্ডপেই শিলাবতী নদীর জলপথ ধরে নৌকায় চাপিয়ে দুর্গাপ্রতিমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ঘাটালের নিশিন্দিপুর থেকে মনসুকা খড়্গপুর বিটিসি মনসামাতা ক্লাবে। কারণ হিসাবে কমিটি বলছে, ঝুমি নদীর উপর পারাপারের সাঁকো ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। নৌকোয় নদী পারাপার চলছে। তাই প্রতিমাকেও এভাবে নিয়ে যাওয়া হল।

চুরি, গ্রেফতার পরিচারিকা-সহ ৩

সংবাদদাতা, হাওড়া : আন্দুলের ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুরির ঘটনায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত-সহ ৩। এক মহিলাকে গ্রেফতার করে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। গত শুক্রবার আন্দুলের এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুরির ঘটনায় ধৃত দিদি ও তিন ভাই। উদ্ধার ৩০ লক্ষ টাকার সোনার গহনা ও আড়াই লক্ষ টাকা। ৪ জনই সাঁকরাইল থানা এলাকার বাসিন্দা। আন্দুলের ব্যবসায়ীর বাড়িতে বছরখানেক আগে কাজ করত পূর্ণিমা। বাড়ির সদস্যরা প্রতি সন্ধ্যায় তাঁদের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে চলে গেলেই পূর্ণিমা তিন ভাইকে নিয়ে চুরির পরিকল্পনা করে। সেই অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে নিজের সন্তানকে নিয়ে রেইকি করে যায় সে। বাড়ি ফাঁকা হতেই শুরু হয় অপারেশন।

সম্পাদকীয়
25 September, 2025 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

অসৌজন্য

কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শেষ ৫০ বছরে তৃতীয় রেকর্ড বৃষ্টি হয়েছে। রেকর্ড বৃষ্টি না বলে বলা উচিত এও এক মহাদুর্যোগ। বাংলার উপর দিয়ে একের পর এক ঘূর্ণিঝড় গিয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকাগুলো আক্রান্ত হয়েছে। বাংলা নিজের জোরে মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পনায় বারবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এই যে অতিবৃষ্টি, তারপর গোটা প্রশাসন মাঠে নেমে পড়েছে। টানা কয়েক ঘণ্টা ধরে লড়াই চালানোর পর প্রায় ৯৮ শতাংশ এলাকা জলমুক্ত হয়ে গিয়েছে। বাকি এলাকাগুলিও দ্রুত জলমুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আবহাওয়া দফতর মোটেই সুখবর শোনাচ্ছে না। তারা জানিয়েছে, পুজোর মাঝে বৃষ্টি হবে। শুধু বৃষ্টি হবে তাই নয়, দু’-একদিন ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। ফলে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোয় যে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই দুর্যোগে যেকোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং রাজনৈতিক দলের উচিত সরকারের পাশে দাঁড়ানো। বাংলার বিরোধী রাজনীতিকরা মোটেই রাজনৈতিক সৌজন্যে বিশ্বাস করেন না। সৌজন্যের চাইতে তাঁরা অসৌজন্যের রাজনীতিকেই রপ্ত করে ফেলেছেন। ফলে চলছে কুৎসা। আসলে যারা কুৎসা করছে তারা অতীত ভুলিয়ে দিতে চাইছে এবং বাংলার উন্নয়নের মানচিত্রটা যে পাল্টে গিয়েছে তা জেনেও না জানার ভান করছে।

জল যন্ত্রণার স্মৃতি কিন্তু সুখের নয়

২০০০ সাল থেকে প্রায় সাত-আট বছর কলকাতায় ছাত্র-জীবন কাটিয়েছি। তখনও বৃষ্টি হত। জল জমত। নিউমার্কেট সংলগ্ন অঞ্চল বা শিয়ালদা সংলগ্ন অঞ্চলে থইথই জল দেখেছি। হাঁটু জলে রাস্তাও হেঁটেছি। সম্প্রতি যে ছবি ফুটে উঠেছে, তা একবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত। এটা যেন একপ্রকার বিপর্যয়! কলকাতার এই অবস্থায় অনেককেই দেখতে পাচ্ছি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ইস্যুর বাইরে শুধুমাত্র বিরোধিতার মানসিকতা থেকে এমন সব প্রসঙ্গ তুলছেন, যা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সত্যিই অমূলক। শুধু বলব, অনুগ্রহ করে রাম-বাম-কংরা এসব বন্ধ রাখুন। মানুষের বিপদে পাশে থাকুন। যেভাবে বা যে-মাত্রায় একনাগাড়ে বৃষ্টিপাত হয়েছে তা বিগত প্রায় ৫০ বছরের হয়েছে কি না সন্দেহ! এটাতে যেমন একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ইঙ্গিত রয়েছে, তেমনি পাশাপাশি রয়ে গেছে প্রকৃতির উপর মানুষের সীমাহীন অত্যাচার। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে এমন সব কিছু কার্যকলাপ মানুষ করে চলেছে, যার ফলে নানাভাবে নানা নিত্যনতুন প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমাদের সামনে আসছে ইদানীংকালে। তার মধ্যে অন্যতম সংযোজন, ‘মেঘভাঙা বৃষ্টিপাত’। পরিবেশবিদগণ এই মেঘভাঙা বৃষ্টিপাতের কারণ হিসেবে পরিবেশ দূষণকে দায়ী করছেন। পাশাপাশি প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে নষ্ট করাও এর অন্যতম একটি কারণ বলে তাঁরা মনে করছেন। আমরা যেভাবে পরিবেশের উপর দিন দিন অত্যাচার চালাতে বসেছি, সেগুলি শুধু সরকারি বাধ্যবাধকতার মধ্যে না রেখে নিজেরাও এমন কিছু কাজ করি, যা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে, দূষণ কমাবে। বেশি বেশি গণ-সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। যেটাকে আমরা তুচ্ছ বা ছোট মনে করি, সেটাই দেখা যাচ্ছে তিলে তিলে তাল হয়ে এখন ঘুরিয়ে আমাদেরকেই মারতে বসেছে। এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে আমরা যখন বাড়িতে নিরাপদে থেকে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে বিভিন্ন দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হচ্ছি, নানান কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা করছি, ঠিক সেই সময়েই বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভয়াবহ জলে নেমে স্বয়ং কলকাতার মেয়র তথা রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিয়োজিত কর্মীদের সাথে কোমর জলে নেমে পড়েছেন। সেই সাথে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও যেভাবে পরিস্থিতির উপর সর্বিক ও কার্যকরী নজরদারি চালাচ্ছেন এবং তাঁর দায়িত্বশীল অফিসার ও কর্মীরাও যে অমানুষিক পরিশ্রম করছেন সবকিছুকে কুর্নিশ। আসুন, আমরাও আমাদের কিছু দায়িত্ব পালন করি।

—জাহির আব্বাস, শক্তিগড়, পূর্ব বর্ধমান

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

এসএসসি-র সফল পরীক্ষা এবং বিরোধীদের অসফল কূটচাল

আইনের আশ্রয় নিয়ে এবং নানাবিধ কূটকৌশল-মিথ্যাচার করে এমন একটা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করার চেষ্টা— যাতে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে পরীক্ষাটি গ্রহণ করা সম্ভব না হয়। তাহলে সরকারকে রাজনৈতিকভাবে বেকাদায় ফেলা যায়। লিখছেন **ড. শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়**

রাজনৈতিক বিরোধীদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে নির্বিঘ্নে এসএসসি অর্থাৎ স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা সুসম্পন্ন হল। বিরোধীরা বিশেষ করে বামপন্থীরা তথা সিপিএম আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল যাতে এই পরীক্ষাটি না হয়। আইনের আশ্রয় নিয়ে এবং নানাবিধ কূটকৌশল-মিথ্যাচার করে এমন একটা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করা, যাতে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে পরীক্ষাটি গ্রহণ করা সম্ভব না হয়। তাহলে সরকারকে রাজনৈতিকভাবে বেকাদায় ফেলা যায়। ২০১১-তে বিধানসভা নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে ধরে ভেসে উঠবার মরিয়া চেষ্টা করেছিল সিপিএম। কাজ হল না। তরাপর ২০১১-এর লোকসভা নির্বাচন, ২০১১-এর বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে আমাদের রাজ্যে সিপিএম শূন্যে পৌঁছল। জোটসঙ্গী কংগ্রেসের অবস্থাও তথৈবচ। সারাদা, নারদা, আরজিকর যা সামনে পাওয়া গেল, ব্যর্থ মিছিল করে এবং টিভি চ্যানেলে গলা ফাটিয়ে প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পাওয়ার জোর চেষ্টা হল। অবশেষে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে আন্দোলনের পরিবর্তে কোর্টে ছোটাছুটি আরম্ভ হল। অনেকে রসিকতা করে বলে থাকেন, সিপিএম ‘উকিলের পার্টিতে’ পরিণত হয়েছে। তবে পরীক্ষা আটকানো গেল না। একটা বিষয়ে আশঙ্কার কথা লিখছি। কিছু সূত্রের খবর (সূত্রের উৎস প্রকাশ করা সম্ভব নয়) পরীক্ষা দুর্নীতি অভিযোগ সংক্রান্ত একাধিক মামলায় অনেক সরকারি ও কমিশনের গোপন তথ্য বিরোধী পক্ষের বিশেষ করে সিপিএমের হাতে চলে এসেছিল। ২০১১-এর পর এবং বিশেষ করে ২০১৬-এর পর বন্যার স্রোতের মতো ওয়েবকুপার এবং সরকারি কলেজের ক্ষেত্রে নিখিল বঙ্গ রাজ্য সরকারি কলেজ শিক্ষক সমিতিতে (যেটি আমাদের হাতে তৈরি) লোক ঢুকে গেল। ঝাড়াই-বাছাইয়ের কোনও ব্যবস্থা নেই। অনিবার্য ফল হিসাবে, যে-সমস্ত অধ্যাপিকা-অধ্যাপক বামফ্রন্ট আমলে চুটিয়ে সিপিএমের অধ্যাপক সংগঠন করতেন বা যাঁরা ছাত্রজীবনে চুটিয়ে এসএফআই করতেন, শুধু তাই নয়, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কর্মীদের পিটিয়ে ফাটিয়ে দিয়েছেন, আজ তাঁদের এক বড় অংশ আমাদের সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদ, এমনকী শিক্ষা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল তবিয়তে রয়েছেন। এই সমস্ত ব্যক্তিই সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন। সিপিএমের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ নেই, কেউ গ্যারান্টি দিতে পারেন? সিপিএম দলটিকে ৫৭ বছর ধরে দেখছি। এই সমস্ত সিপিএম ও এসএফআই থেকে আগত মহান নব্য শিক্ষক নেতা-নেত্রীদের কেউ কেউ যে সিপিএমের এজেন্ট হিসাবে কাজ করছেন না, কেউ তাল ঠুকে বলতে পারবেন কি? তৃণমূল কংগ্রেসের পুরোনো একাধিক সক্রিয় কর্মীর সঙ্গে আলোচনা করে এ-কথা মনে হয়েছে। যদি আমার মনে করাটা ভুল হয়, আমি নতমস্তকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে রাজি আছি। আমি রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করব, কলকাতা পুলিশের এবং রাজ্য পুলিশের দুটি দক্ষ সংগঠনের কাছ থেকে গোপন রিপোর্ট চাইতে। সংগঠন দুটি স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক শাখা) দফতরের অধীন। কথাগুলি বললাম, সিপিএম কীভাবে গোপন তথ্য সংগ্রহ করে রাজ্য সরকারকে বিপর্যস্ত করবার অপচেষ্টা চালাচ্ছে, সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে।

যাই হোক, ৭ সেপ্টেম্বর এবং ১৪ সেপ্টেম্বর (২০২৫) দু’দফায় পরীক্ষা হল। ৭ সেপ্টেম্বর

নবম এবং দশম শ্রেণির জন্য, ১৪ সেপ্টেম্বর একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হল। দু’দফা মিলে ৫ লক্ষ ৮৬ হাজার (আনুমানিক) প্রার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন। এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। প্রসঙ্গক্রমে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরিকাঠামো সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। কমিশনের সদর দফতর বিধাননগরের ‘আচার্য সদন’। একে বলা হয়, কেন্দ্রীয় স্কুল সার্ভিস কমিশন। চেয়ারম্যান অধ্যাপক সিদ্ধার্থ মজুমদার। এই ধরনের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির মানুষ খুব কম দেখা যায়। আমি সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে কলেজ সার্ভিস কমিশনে কাজ করেছি। তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন, আমি সদস্য ছিলাম। অত্যন্ত পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান ও সৎ মানুষ। শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ব্রাত্য বসুকে ধন্যবাদ, এই ধরনের শিক্ষাবিদকে অত্যন্ত কঠিন সময়ে কমিশনের দায়িত্ব দেবার জন্য। কেন্দ্রীয় কমিশন ছাড়াও কাজের সুবিধার জন্য ৫টি রিজিওনাল কমিশন গঠিত হয়েছে। ১. পূর্ব রিজিয়ন চেয়ারম্যান ড. অরিন্দম চক্রবর্তী। ২. উত্তর রিজয়ন চেয়ারম্যান অধ্যাপক পিয়াল বসু রায়। ৩. দক্ষিণ রিজিয়ন— চেয়ারম্যান ড. মণিকান্ত পাড়িয়া। ৪. পশ্চিম রিজয়ন— চেয়ারম্যান ডক্টর সাধনা খাওয়া। ৫. দক্ষিণ-পূর্ব রিজিয়ন— চেয়ারম্যান ডক্টর সৌমি দাশ। এইভাবে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পুরো প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। সমস্ত রিজিয়নের চেয়ারম্যানরা পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির শিক্ষাবিদ। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে পরামর্শ সাপেক্ষে ভেবেচিন্তে নিয়োগ করেছেন। ফলস্বরূপ এতবড় পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। দু’দিনের পরীক্ষায় কোনও গোলমাল হয়নি। দু-একটা অতি সামান্য, বলতে গেলে নগণ্য সমস্যা হয়ছিল। যেমন, একটি বিষয়ের প্যাকেটে যত সংখ্যক প্রশ্নপত্র ছিল, সেই বিষয়ের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তার তুলনায় বেশি। কিছুক্ষণ পর প্যাকেটটি ভালভাবে পরীক্ষা করে জানাল, সব ঠিক আছে। কম প্রশ্নপত্র নেই। অপর একটি কেন্দ্র থেকে একই ধরনের সমস্যার কথা জানানো হল। সেখানে সমস্যাটা ঠিক ছিল। কালবিলম্ব না করে কাছাকাছি একটি পরীক্ষা কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অতিরিক্ত প্রশ্ন সশস্ত্র নিরাপত্তা নিয়ে পর্যবেক্ষক ঐ কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়েছিলেন, পরীক্ষা শুরু হওয়ার অন্তত আধঘণ্টা আগে। রিজিওনাল কার্যালয় থেকে পুরো ব্যাপারটা সরাসরি তত্ত্বাবধান করা হয়েছিল। পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর ১২টা থেকে ১-৩০ পর্যন্ত সারা রাজ্যে কোথাও কোনও সমস্যা বা অসুবিধা হয়নি। পরীক্ষার্থীরা যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। অবশ্য যৎসামান্য কয়েকজন অসৎ উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করেছিলেন। তাদের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে এবং পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্তরা এবং সমস্ত শিক্ষক, অধ্যাপক ও শিক্ষাবন্ধু সফল করতে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় কমিশনের ও রিজিওনাল কমিশনগুলির চেয়ারম্যানরা ছাড়াও সমস্ত স্তরের আধিকারিক ও কর্মচারীরা ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করেছেন। অবশ্য মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অসহযোগিতার মনোভাব শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

একটি বাংলা দৈনিকে দেখলাম, মডেল উত্তরপত্রে কিছু ভুল আছে। এটা কোনও অস্বাভাবিক বিষয় নয়। MCQ-ভিত্তিক পরীক্ষার মডেল উত্তরপত্রে এই ধরনের ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। এমনকী Indian Civil Service পরীক্ষাতেও থেকেছে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এ-কথা লিখছি। মনে রাখতে হবে, এই প্রথম এসএসসি পরীক্ষার ওয়েমার শিটের ডুপ্লিকেট কার্বন কপি পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন। খুব অল্প দিনের মধ্যে এসএসসি-র সাইটে এই প্রথম মডেল উত্তর প্রকাশিত হয়েছে। ভুল থাকলে প্রতিকার রয়েছে। একইসঙ্গে সঠিক উত্তর যেটা মনে হয়, উল্লেখ করতে হবে। কমিশনের বিশেষ কমিটি যাচাই করে দেখবে। ভুল থাকলে সংশোধন করা হবে। এটা নিয়ে এত হইচই করার কী আছে!

উল্লেখ্য, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অসীম ধৈর্য ও সহনশীলতা, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর এবং বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, সর্বোপরি সমগ্র রাজ্য প্রশাসনের আন্তরিকতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এই বিশাল কর্মযজ্ঞকে সফল করে তুলেছে।

দক্ষিণ কলকাতা জুড়ে পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

একডালিয়ার পুজো উদ্বোধনে সুব্রত-স্মরণে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : থিমের দৌড়ে না থেকেও প্রতিবছর লক্ষাধিক দর্শনার্থীর মূল আকর্ষণ দক্ষিণ কলকাতার একডালিয়া এভারগ্রিন। প্রয়াত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে ছাড়া ৮৩তম বর্ষে একডালিয়ার নস্টালজিক পুজোমণ্ডপ এবার তৈরি হয়েছে অরুণাচলেশ্বর মন্দিরের আদলে। বুধবার তৃতীয়ার বিকেলে একডালিয়ার পুজোমণ্ডপ উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রয়াত মন্ত্রীর স্ত্রী ছন্দবাণী মুখোপাধ্যায়কে পাশে নিয়ে মণ্ডপ উদ্বোধনে গিয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করে নস্টালজিয়ায় ভাসলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, এখানে এলেই সুব্রতদার কথা মনে পড়ে। পুজোর সাতদিন আগে থেকে আমাকে খালি জিজ্ঞাসা করতেন কবে ডেট দিবি, কবে ডেট দিবি। ফার্স্ট ডেট নিয়ে পাড়ায় ঢুকতেন। আর সারাক্ষণ মণ্ডপে বসে আড্ডা মারতেন। আমার খুব খারাপ লাগে। সুব্রতদার কথা খুব মনে পড়ে। আমার কাছে সুব্রতদার ছবি রয়েছে। দেখলেই চোখে জল আসে। মানুষটার যাওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে অকালে চলে গেলেন। প্রসঙ্গত, এবারও একডালিয়ার মণ্ডপে পরতে পরতে রয়েছে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া। বিশেষ চমক হিসেবে থাকছে দুটি বিশাল ঝাড়বাতি। এবার প্রতিমা ও আলোকসজ্জাতে রয়েছে বিশেষ চমক।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দক্ষিণ কলকাতা জুড়ে পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বসিরহাটের গাছা পঞ্চায়েতে সেবালয় ক্যাম্পে চশমা বিতরণে বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজ্য

লক্ষ্যমাত্রা ৬৭ লক্ষ টন, রাজ্যে নভেম্বর থেকে ধান কেনা শুরু

প্রতিবেদন: আগামী নভেম্বর মাস থেকে রাজ্যজুড়ে ২০২৫-২৬ খরিফ মরশুমে সরকারি উদ্যোগে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু হবে। এর আগে থেকেই জেলা প্রশাসন ও ধান কেনার সঙ্গে যুক্ত সরকারি সংস্থাগুলিকে সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে খাদ্যদফতর। সম্প্রতি জেলাশাসক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক করেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ ও দফতরের শীর্ষ কর্তারা।

গত মরশুমে রেকর্ড পরিমাণে ধান সংগ্রহ হয়েছিল। ২০২৪-২৫ খরিফ মরশুমে মোট ৫৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টন ধান কেনা হয় কৃষকদের কাছ থেকে, যার ৯২ শতাংশ চাল সরকারের গুদামে জমা পড়ে। খাদ্যমন্ত্রী বৈঠকে বলেন, জেলা প্রশাসন, সরকারি সংস্থা ও জেলা পর্যায়ের কর্মী-আধিকারিকদের উদ্যোগ ছাড়া এই সাফল্য আসত না।

এই বৈঠকে নতুন মরশুমে ধান কেনার জন্য বেশ কিছু নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। চলতি মরশুমে ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬৭ লক্ষ টন। কৃষকের সংখ্যা আরও বাড়ানোর জন্য এখন থেকেই প্রচার শুরু হবে। ২০২৩-২৪ খরিফ মরশুমে ১২ লক্ষ ৯৯ হাজার কৃষকের নাম নথিভুক্ত হয়েছিল, ২০২৪-২৫ মরশুমে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৬ লক্ষ ৪৫ হাজার। এবার সেই সংখ্যা আরও বাড়ানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। কৃষকবন্ধু প্রকল্পে নথিভুক্ত এক কোটি কৃষকের অন্তত ৩০ থেকে ৪০ শতাংশকে ধান বিক্রির জন্য উৎসাহিত করতে বলা হয়েছে। কৃষকবন্ধু প্রকল্পের বাইরের কৃষকরাও ধান বিক্রি করতে পারবেন, তবে তাঁদের জমির আয়তন ও ফলন স্থানীয় কৃষি আধিকারিকদের মাধ্যমে যাচাই করা হবে।

খাদ্যদফতরের নির্দেশ, বিডিও ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সক্রিয় হতে হবে যাতে প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষকরাও সরকারের কাছে ধান বিক্রি করতে পারেন। কৃষকবন্ধু প্রকল্পে নথিভুক্তদের সরাসরি ফোন করে সরকারের কাছে ধান বিক্রিতে উৎসাহিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। পাশাপাশি, কৃষকের নামে অন্য কেউ ধান বিক্রি করতে না পারে, তার জন্য কঠোর নজরদারি চালানো হবে।

আলিপুর চিড়িয়াখানার ১৫০ বছর প্রকাশিত হল স্মারক ডাকটিকিট

প্রতিবেদন: আলিপুর চিড়িয়াখানায় চালু হল ডাকটিকিট। চিড়িয়াখানার দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে বুধবার বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা ডাকটিকিটের উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি চিড়িয়াখানার ডিজিটাল লাইব্রেরিরও সূচনা হয় এদিন। এই ডিজিটাল লাইব্রেরিতে গিয়ে এখানকার দুষ্প্রাপ্য বই ও গুরুত্বপূর্ণ নথি পড়তে পারবেন সকলেই। এদিন উদ্বোধনের পর চিড়িয়াখানায় দাঁড়িয়ে নস্টালজিক হয়ে পড়েন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। হারিয়ে যান ছোটবেলায়। সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন সেই স্মৃতি। তিনি বলেন, বাবা-মায়ের সঙ্গে ছোটবেলায় চিড়িয়াখানা ঘুরতে এসেছিলাম। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটে চিড়িয়াখানায় ঢুকে ছিলাম। আইসক্রিম কিনে দিয়েছিলেন বাবা। সেই আইসক্রিমের স্বাদ এখনকার আইসক্রিমে নেই। মন্ত্রীর স্মৃতিচারণা শুনে এদিন সকলেই হারিয়ে যান শৈশবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্টবেঙ্গল ফরেস্ট ডেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ মারিয়া ফার্নান্ডেজ, বনদফতরের প্রধান সচিব দেবল রায়, তৃপ্তি শা প্রমুখ।

■ ডাকটিকিট প্রকাশ করছেন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। রয়েছেন দফতরের অন্য আধিকারিকরা। বুধবার।

কারামন্ত্রীকে নিয়ে ইডির আর্জি খারিজ

প্রতিবেদন: ইডির আর্জি খারিজ করল আদালত। ফলে আপাতত মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহাকে হেফাজতে পাচ্ছে না ইডি। হেফাজতে না পেলেও তারা জেরা করতে পারবে রাজ্যের কারামন্ত্রীকে। বুধবার এই নির্দেশ দিল আদালত। আপাতত জামিন বহাল রইল কারামন্ত্রীর। আদালতের রায় শুনে কারামন্ত্রী বলেন, জ্ঞানত কোনও অপরাধ করিনি। বিচারব্যবস্থার উপর আমার পুরো আস্থা আছে। আদালত জানিয়েছে, জামিন বহাল থাকলেও তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে চন্দ্রনাথ সিনহাকে। তাঁকে আগামী দু-দিন জেরা করতে পারবে ইডি। এর জন্য আগামী কাল বৃহস্পতি ও শুক্রবার চন্দ্রনাথ সিনহাকে ইডির দফতরে হাজিরা দিতে হবে। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আসতেই ফের বাংলায় সক্রিয় হয়েছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এজেন্সির অপব্যবহার নিয়ে বারবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে তৃণমূল। চার বছরের পুরনো মামলায় কারামন্ত্রীকে হেফাজতে চাওয়ায় তৃণমূলের অভিযোগেই সিলমোহর পড়ল। এতদিন পর কেন, সবচেয়ে বড় কথা যে মামলায় চার্জশিট হয়ে গিয়েছে, সেই মামলায় একজন অভিযুক্তকে এখন কেন হেফাজতে চাওয়া হচ্ছে? আদালতে এই প্রশ্ন তোলেন চন্দ্রনাথ সিনহার আইনজীবী। শুনানি চলাকালীন তদন্তের গতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন খোদ বিচারক। ইডিকে প্রশ্ন করেন, আপনারা তো চার্জশিট দাখিল করার আগেই অনেক তথ্য পেয়েছিলেন! বয়ান নথিবদ্ধ করার ১১ মাস পরে কেন চার্জশিট দিলেন? কেন এত দিন অপেক্ষা করলেন?

পুজোর ছুটিতে বৈঠক হাইকোর্টে

প্রতিবেদন: হাইকোর্ট ও নিম্ন আদালত রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্মাণ কাজে বরাদ্দের বাকি টাকা আদায়ে মরিয়া কলকাতা হাইকোর্ট। এর জন্য পুজোর ছুটিকে কাজে লাগাতে চায় আদালত। বুধবার এই সংক্রান্ত মামলায় এ নিয়ে রাজ্যের অনুরোধ মেনে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, পুজোর ছুটির মধ্যে ১৫ অক্টোবর অর্থ সচিব, জুডিশিয়াল সেক্রেটারি ও হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল বৈঠকে বসবেন। সেদিন শেষ না হলে ফের ২২ অক্টোবর বৈঠক হবে।

জল নেমেছে সল্টলেকে, রাত থেকেই সচল স্ট্রিট লাইটও

■ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। বুধবার।

প্রতিবেদন: সোমবার রাতের রেকর্ড-বৃষ্টিতে কলকাতার পাশাপাশি জল জমেছিল বিধাননগর পুরসভার বিভিন্ন এলাকায়। কিন্তু বুধবার সকালের মধ্যেই সল্টলেক সেক্টর ফাইভ-সহ বহু জায়গায় জল প্রায় নেমে গিয়েছে। এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানিয়েছেন বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য, শুধুমাত্র ২, ১২, ১৩, ১৪, ৩৫, ৩৮, ৩৯ নং ওয়ার্ডগুলির কয়েকটি রাস্তায় অল্পবিস্তর জল রয়েছে। তাও রাতের মধ্যে নেমে যাবে। পাশাপাশি দুর্ঘটনা এড়াতে মঙ্গলবার থেকে বিভিন্ন রাস্তায় স্ট্রিট লাইট বন্ধ রাখা হয়েছিল। সেইসব লাইটের দায়িত্বে থাকা কন্ট্রাক্টরদের কাছে তলব করা রিপোর্ট পেলেই সমস্ত স্ট্রিট লাইট জ্বালিয়ে দেওয়া যাবে। একইসঙ্গে ডেঙ্গির প্রকোপ এড়াতে বুধবার থেকে বিভিন্ন জায়গায় ব্লিচিং পাউডার ছড়ানোর কাজ শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষ্ণা চক্রবর্তী। তিনি আরও বলেন, ডেঙ্গির সচেতনতা প্রচারে মোট ১০টি পুজো প্যান্ডেলে কিয়স্ক বসানো হবে। এছাড়াও প্যান্ডেলগুলোতে পুরসভার তরফে জঞ্জাল অপসারণ, নিকাশি ব্যবস্থা ও পানীয় জলের বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। পরবর্তীতে ফের বৃষ্টি হলে সজাগ থাকবেন পুরকর্মীরা।

রাজ্যের জনমুখী প্রকল্পে সেজেছে পুজো মণ্ডপ

সুমন তালুকদার • বারাসত

রাজ্যের উন্নয়নকে মণ্ডপসজ্জায় তুলে ধরে চমক দিয়েছে বারাসতের উত্তর অশ্বিনীপল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। ২৩তম বর্ষে তাদের থিম '১৪ বছরের উন্নয়নে বাংলা'। মণ্ডপ থেকে আলোকসজ্জা, তোরণ, মণ্ডপের বাইরে সর্বত্র রাজ্যের নানা উন্নয়নমুখী প্রকল্প, বাঙালি মনীষীদের কাটআউট, সচেতনতার বার্তা, এইসব কিছুই পুজোর পরিবেশকে এক অন্যমাত্রা দিয়েছে। মণ্ডপের রং নীল সাদা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলা জুড়ে উন্নয়ন চলছে। সেই সব প্রকল্পগুলিকে প্রতীকী হিসেবে তুলে ধরেছে তাঁরা। বাঁশ, কাঠ, ফাইবার দিয়ে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। মণ্ডপের সামনে থাকছে ৩০ ফুট উচু ফাইবারের বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান ট্রফি। মণ্ডপের দিকে তাকালে দেখা যাবে মুখ্যমন্ত্রীর ৪০টি জনপ্রিয় প্রকল্প। ঢোকার মুখে থাকছে বিশ্ববাংলা লোগোর তোরণ, থাকছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আদলে গেট। মণ্ডপসজ্জায় অভিনবত্বের ছোঁয়া দিয়েছে আমাদের পাড়া

আমাদের সমাধান, বাংলা আমাদের গর্ব, সুফল বাংলা, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, দুয়ারে সরকার, দুয়ারে রেশন, বাংলা সহায়তা কেন্দ্র, শারদীয়া বসুমতী'র প্রতীকী স্টল। থাকছে বার্ধক্য ভাতা, ডেঙ্গি-সচেতনতা, বাংলা ও বাঙালিদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ, মানব পাচার, পুলিশের সংসিদ্ধ, তেজস্বী, বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত সচেতনতার বার্তা। মণ্ডপসজ্জায় থাকছে দুয়ারে হাসপাতালের মত বিষয়ও।

পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা বারাসত পুরসভার ২৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর চৈতালি ভট্টাচার্য জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুজো কমিটিগুলিকে উৎসাহিত করার জন্য আর্থিক সাহায্য করছেন। অথচ অনেক উদ্যোক্তা সরকারে জনহিতকর কাজের প্রচার করে না, ব্যানার লাগায় না। তাই আমরা এবার রাজ্যের ১৪ বছরের উন্নয়নকে মণ্ডপসজ্জায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। শুধু তাই নয়, মণ্ডপের সামনে এলইডি স্ক্রিনে রাজ্য সরকারের উন্নয়ন, প্রকল্পগুলির তথ্যচিত্রও তুলে ধরা হবে। তৃণমূল নেতা সজল ভট্টাচার্য জানান, গত দুবছর ধরে উত্তর অশ্বিনীপল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি সমাজ সচেতনতায় সেরা পুরস্কার পেয়েছে। আমরা সেই ধারা বজায় রাখতে চাই। বাঙালির সেরা উৎসবের দিনগুলিতেও সরকারের উন্নয়ন ও সচেতনতার বার্তা সমাজে ছড়িয়ে দিতে চাই।

■ দুর্গোৎসবের শুরুতেই হুগলি-শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি অর্ণব রায় ও উত্তরপাড়া ২৩ নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির ও বস্ত্র বিতরণ। এদিন কয়েক হাজার মানুষের হাতে বস্ত্র তুলে দেন জেলার যুব সহ-সভাপতি অর্ণব রায়। কয়েকশো মানুষ রক্তদানও করেন। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল মুখপাত্র সুদীপ রাহা, মহিলা নেত্রী শিল্পী চট্টোপাধ্যায়, পুরপ্রধান দিলীপ যাদব, পুরপ্রধান অমিত রায়, শহর সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ-সহ দলের শাখা সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

25 September, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনে মণ্ডপ কি না দেখতে বাইক নিয়ে শহর ঘুরলেন ডিসিপি

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: সুষ্ঠুভাবে পুজো সম্পন্ন করতে প্রতিটি কমিটিকে নির্দেশিকা দেয় প্রশাসন। সেই সমস্ত নির্দেশিকা শিলিগুড়ির বড় বাজেটের পুজোগুলি মেনেছে কি না তা খতিয়ে দেখলেন ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং। বুধবার বাইকে করে গোটা শহর ঘুরলেন তিনি। ছিলেন এসিপি রবিন থাপা, শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস-সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। প্রসঙ্গত, পুজোর দিনগুলোতে শহরে নিরাপত্তা বলয়কে আরও পোক্ত করতেই আগের থেকে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এই উদ্যোগ বলে জানান ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং। এছাড়াও সাইকেলে করেও বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ পরিদর্শন করা হবে বলে জানান তিনি। পুজোর দিনগুলিতে নিরাপত্তার সঙ্গে যাতে শহরের মানুষ পুজো উপভোগ করতে পারে সে বিষয়গুলিতে নজর রেখে শহরের বিভিন্ন কোনায় চলবে পুলিশের কড়া টহলদারি। এবছর বাড়তি নজরদারি চালাতে শহরের প্রতিটি পুজোমণ্ডপে থাকবে পুজো বন্ধু সহায়, এছাড়াও পুজোমণ্ডপে থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরা, থাকবে মহিলাদের নিরাপত্তায় পিঙ্ক পেট্রোলিং ভ্যান। সঙ্গে থাকবে মোবাইল ভ্যান এবং প্রত্যেকটি পুজোমণ্ডপে থাকবে পুলিশি সহায়তা কেন্দ্র। এছাড়াও ড্রোন দিয়ে চালানো হবে শহর শিলিগুড়ির ওপর নজরদারি। এদিন মিলনপল্লি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি, জেটিএস, রবীন্দ্রনগর দুর্গাপুজো কমিটি ছাড়াও বিভিন্ন মণ্ডপ পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। যেহেতু এবছর বৃহস্পতিবার তৃতীয়ার সন্ধ্যায় শহরের অধিকাংশ পূজামণ্ডপে উদ্বোধন। অনেকগুলি পূজামণ্ডপ খুলে দেওয়া হবে দর্শনার্থীদের জন্য তাই আরও কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতেই এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে।

■ শিলিগুড়ির মণ্ডপগুলির নিরাপত্তা খতিয়ে দেখেন ডিসিপি(পূর্ব) রাকেশ সিং।

শিবিরে রাস্তা-নিকাশির সমাধান, খুশি বাসিন্দারা

সংবাদদাতা, মালদহ: আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধানে পরিষেবা পেয়ে আপ্লুত বাসিন্দারা। বুধবার মালদহের ইংরেজবাজারে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এক অভিনব ঘটনার সাক্ষী রইল মালদহ শহর। ছিলেন মালদহ জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, ওয়ার্ড কাউন্সিলর নিবেদিতা কুণ্ডু এবং পুরসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য আশিস কুণ্ডু-সহ প্রশাসনের অন্যান্য প্রতিনিধি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য, পাড়ার মানুষের সমস্যা শোনা ও দ্রুত সমাধান। উদ্বোধনের পর জেলাশাসক ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ১৫১ ও ১৫২ নম্বর বুথের বাসিন্দাদের নানা অভাব-অভিযোগ শোনেন। রাস্তা, নিকাশি থেকে শুরু করে অন্যান্য স্থানীয় সমস্যার লিখিত নথি তৈরি হয় সেখানেই। আশ্বাস দেওয়া হয়, আগামী ৯০ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে। একই অনুষ্ঠানে শহরের বিভিন্ন পুজো কমিটির হাতে সরকারি পুজো অনুদানের চেক তুলে দেন জেলাশাসক। উৎসবের আগে সরকারি সহায়তা পেয়ে খুশি পুজো উদ্যোক্তারা। উৎসবের আমেজ, মানুষের উৎসাহ আর প্রশাসনের তৎপরতায় বুধবারের শিবির রূপ নেয় এক জনমুখী উদ্যোগে। স্থানীয় মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। দুর্গাপুজোর আগে এমন উদ্যোগে শহরবাসীর মনে বাড়তি আনন্দ যোগ করেছে।

চা-বাগানের পুজোর থিমে মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্প

আর্থিকা দত্ত ● জলপাইগুড়ি

চা-বাগানের পুজোয় লাগল থিমের ছোঁয়া। থিম হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখি প্রকল্পগুলিকে। মণ্ডপ সেজে উঠছে দুয়ারে সরকার, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে। ধূপগুড়ি মহকুমার সাকোঁয়াঝোরা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাথুয়া রোড মহিলা সংঘ পুজো কমিটি, সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করে এবারে বেছে নিয়েছে অভিনব থিম দুয়ারে সরকার ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। গ্রামীণ মহিলাদের এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই আলোড়ন তুলেছে। তাঁদের মতে, রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পগুলি আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান, ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, স্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্যসাথী, মহিলাদের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যেভাবে প্রতিটি পরিবারকে বদলে দিচ্ছে, দুর্গাপুজোই হল সেই বার্তা আরও দূরে পৌঁছে দেওয়ার সঠিক মঞ্চ। পুজো কমিটির সভাপতি দীপালি রায় বলেন, দুয়ারে সরকার আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্পের সুফল আজ প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে। পুজোমণ্ডপের মাধ্যমে আমরা চাই, যাঁরা এখনও এই পরিষেবা পাননি, তাঁরাও সচেতন হোন। এই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়েছেন গয়েরকাটার জনপ্রিয় তৃণমূল নেত্রী তথা জেলা পরিষদের সহকারী সভাপতি সীমা চৌধুরি। তিনি বলেন, নাথুয়া রোড মহিলা সংঘ প্রমাণ করেছে যে দুর্গোৎসব শুধু আনন্দ নয়, মানুষের জীবনে পরিবর্তনের বার্তাও বয়ে আনতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মানুষের দোরগোড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছে। এই থিম সেই কাজকেই আরও দৃঢ় করবে।

সমবায় সমাবেশ

■ চার জেলায় ১৭০টি সমবায় সমিতির নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল সাফল্য ১৫৫টিতে জয়লাভ। এই জয়ের পরই উত্তরের সমবায়গুলি নিয়ে একাধিক কর্মসূচি নিয়েছেন তৃণমূল নেতা সৌরভ চক্রবর্তী। বুধবারও হল সমাবেশ। মহিলাদের উপস্থিতি আরও প্রমাণ করে দিয়েছে সমবায়ের ভিত কতটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

গাইড ম্যাপ প্রকাশ

■ পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ করল রায়গঞ্জ পুলিশ। বুধবার গাইড ম্যাপ প্রকাশের পাশাপাশি ট্রাফিক অ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ছিলেন পম্পা পাল, রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার সানা আখতার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুন্তল ব্যানার্জি, বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, উপপুর প্রশাসক অরিন্দম সরকার প্রমুখ।

বিধায়কের উদ্যোগ

■ উৎসবের দিন সকলেই পরুক নতুন পোশাক। এই ভাবনায় দুঃস্থদের নতুন বস্ত্র দিলেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন। বুধবার ইটাহার থানার গুলন্দর ১ ও ২ অঞ্চল, সুরুন ১ ও ২ অঞ্চলে নেতৃত্বদের সঙ্গে নিয়ে শিবির করে গ্রামের দুঃস্থ মানুষের হাতে নতুন শাড়ি, ধুতি, পাঞ্জাবি তুলে দেন বিধায়ক মোশারফ হোসেন। ব্লক জুড়ে ১২ হাজার দুঃস্থ মানুষের মধ্যে নতুন পোশাক উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হচ্ছে বলে জানান বিধায়ক।

লেপার্ডের দেহ উদ্ধার

■ আলিপুরদুয়ার ভাটপাড়া চা-বাগানের আছাপাড়া ডিভিশনের ১ নম্বর সেকশনের নাসারিতে আজ একটি মৃত চিতাবাঘের দেহ পাওয়া গেছে। এদিন চা-বাগানের নাসারিতে কাজ করতে এসে কর্মীরা ওই চিতাবাঘটির মৃতদেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে বন বিভাগের দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে।

শারদ শুভেচ্ছা

■ আগমনির শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান হল কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংসদে। বুধবার বিকেলে ওই অনুষ্ঠান হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পক্ষ থেকে এদিন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংসদের সম্মানীয় চেয়ারপার্সন রজত বর্মা মহাশয়কে শুভেচ্ছা জানানো হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাল্টা শুভেচ্ছা জানান চেয়ারপার্সন রজত বর্মা। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মার সঙ্গে এই শারদ শুভেচ্ছা বিনিময়ের উদ্যোগ নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি।

ঘটনার পুনর্নির্মাণ

■ মহিলা চা-শ্রমিকের খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল চোপড়া থানার পুলিশ। উল্লেখ্য, গত শনিবার চোপড়ার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের লছুগছ এলাকায় একটি চা-বাগান থেকে এক মহিলা চা-শ্রমিকের হাত বাঁধা অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতার নাম কল্পনা টোপ্পো। ঘটনায় শনিবারই খুনের অভিযোগে মহিলার ভাগ্নিজামাই অমিত মুন্ডাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

25 September, 2025 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দিঘা থেকে মেদিনীপুরগামী একটি বেসরকারি বাসকে বেলদায় আটকে তল্লাশি চালিয়ে বস্তা-বস্তা অবৈধ বাজি উদ্ধার করে পুলিশ। বাসটি থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশ বাসচালক ও কন্ডাক্টরকে আটক করে

অপপ্রচার, সজাগ থাকুন

প্রতিবেদন : দুর্গাপুজোর শুরুতে ফের বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার কুৎসাকারীদের। ২০১৬ সালের একটি খবরের ছবি হঠাৎ করে ঘুরতে শুরু করেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বলা হচ্ছে, বীরভূমের কাঙালাপাহাড়ি গ্রামে ২৫ মুসলিম পরিবারের জন্য নাকি ৩০০ হিন্দু পরিবার দুর্গাপুজো করতে পারছে না! রাজ্য পুলিশের তরফে সেই পুরনো খবরের ছবি শেয়ার করে মানুষকে সতর্ক ও সচেতন থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, পুরনো এই খবরের পেপার কাটিং টাটকা হিসেবে ছড়ানো হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই অপপ্রচারকারীদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জায়গায় পুজো পালিত হচ্ছে গোটা বাংলার মতোই।

সৌজন্যে পুলিশ, পরীক্ষা দিল ধৃত কুড়মি ছাত্রী

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : পুলিশের উপর হামলার অভিযোগে ধৃত অভিযুক্ত বিএড ছাত্রীকে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে মানবিকতার পরিচয় দিল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। বুধবার কোটশিলা বিএড কলেজে ওই ছাত্রী বিএড চতুর্থ সেমেস্টারের পরীক্ষা দিলেন। পুলিশের এই ভূমিকার প্রশংসা করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কোর্ট বেআইনি ঘোষণা করার পরেও ২০ সেপ্টেম্বর রেল ও সড়ক অবরোধের ডাক দিয়ে আদিবাসী কুড়মি সমাজ কোটশিলা ব্লক এলাকায় কর্তব্যরত পুলিশদের উপর চড়াও হয়। তাদের ছোঁড়া পাথরে আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মী। এরপর অভিযান চালিয়ে কয়েকজন হামলাকারীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে ছিলেন কোটশিলা বিএড কলেজের ছাত্রী ঝালদা থানার তুলিন গ্রামের মালা মাহাত। পরে পুলিশ জানতে পারে মেয়েটি বিএড ছাত্রী এবং বুধবার থেকে তাঁর চতুর্থ সেমেস্টারের পরীক্ষা আছে। জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ছাত্রীটি যাতে পরীক্ষা দিতে পারে, সেজন্য আদালতে আবেদন করা হয়। পুলিশ তার পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে এদিন।

জয়নগরে পথবাতির সূচনায় বিধায়ক

প্রতিবেদন : সৌন্দর্যায়ন ও পথ নিরাপত্তায় জয়নগরের বাংলার মোড় থেকে দুর্গাপুর মোড় পর্যন্ত ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লাগানো হল ২৫০ পথবাতি। উদ্বোধন করেন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। উৎসবের আগে রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করতে পেরে বিধায়ক মা-মাটি-মানুষ সরকারের উন্নয়নের কাণ্ডারী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দীর্ঘ এই পথ আলোকিত হওয়ায় দক্ষিণ বারাসাত, উত্তর দুর্গাপুর, ময়দা, হরিনারায়ণপুর, বহড়ু এই পাঁচ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন।

থাকছে ৫০০ অফিসার, ১২০০ কনস্টেবল, ৪ হাজার সিভিক, মহিলা উইনার্স টিম, পেট্রোল ভ্যান, মণ্ডপে সিসি ক্যামেরা, বাসস্ট্যান্ডে স্পেশ্যাল কিয়স্ক ইত্যাদি

পুজোয় কড়া নিরাপত্তা জেলা পুলিশের

সংবাদদাতা, তমলুক : পুজোর সময় ফাঁকা থাকার সুযোগে গৃহস্থবাড়িতে চুরি-ডাকাতির ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়। এমন ঘটনা রুখতে এবার আরও তৎপর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। পুজোর সময় বাড়িতে না থাকলে স্থানীয় থানায় জানিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন জেলার পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য। তাহলে রাতবিরেতে স্থানীয় থানার তরফে নাইট পেট্রোলিং ভ্যান বাড়ি সুরক্ষিত রয়েছে কিনা নজরদারি চালাবে। ফলে চুরি-ডাকাতির হাত থেকে অনেকটাই রক্ষা পাবেন সাধারণ মানুষ। পুলিশ সুপারের পরামর্শ, বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় পুজোর সময় বাইরে কোথাও বেড়াতে গেলে সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকে লাইভ স্ট্যাটাস আপলোড করেন। বহু ক্ষেত্রে দুষ্কৃতীরা সেই স্ট্যাটাস দেখে বাড়ি ফাঁকা থাকার কথা জানতে পেরে যায়। তাই কোনওভাবেই কোথায় যাচ্ছেন এবং কবে যাচ্ছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় জানানোর প্রয়োজন নেই। আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে বুধবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নিমতৌড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে এই সতর্কবার্তা দিলেন জেলা পুলিশ সুপার। সেখানে পুজো নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন পুলিশ সুপার। তিনি বলেন, বাড়িতে কেউ না থাকলে অন্তত প্রতিবেশীকে বলে যান। এমনকি আপনারা মনে করলে স্থানীয় থানায় জানাতে পারেন। প্রতিটি থানায়

বাড়ি ফাঁকা থাকলে থানায় জানান

■ সাংবাদিক বৈঠকে এসপি সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য।

রাতে পেট্রোলিং ভ্যান নজরদারি চালায়। তারাও আপনার বাড়ি সুরক্ষিত রয়েছে নাকি নজরদারি চালাবে। জেলা পুলিশ সূত্রে খবর, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পুজো সামলানোর দায়িত্বে থাকছেন প্রায় ৫০০ অফিসার, ১২০০ কনস্টেবল এবং প্রায় ৪ হাজার সিভিক ভলেন্টিয়ার। প্রতিটি পুজো প্যান্ডেলের সামনে থাকবে অফিসার এবং সিভিক। আজ, বৃহস্পতিবার থেকেই যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে জেলা জুড়ে। প্রতিটি পুজো কমিটিকে নিয়ে ইতিমধ্যে বৈঠক করা হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে। প্রতিটি প্যান্ডেলে যাতে সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা থাকে তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও দুর্যোগের আশঙ্কায় কোথাও বিদ্যুতের খোলা তার রয়েছে কিনা সে ব্যাপারেও মণ্ডপে মণ্ডপে গিয়ে খতিয়ে দেখছেন পুলিশ আধিকারিকরা। মেচেদা থার্মাল গেট এবং কাঁথি সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডে পুলিশের তরফ থেকে স্পেশাল কিয়স্কের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও পুজোর সময় জেলা জুড়ে মহিলাদের নিরাপত্তায় রাতভর নজরদারি চালাবে জেলা পুলিশের উইনার্স টিম। ভিড়ের মাঝে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে থাকবে সাদা পোশাকের পুলিশ। এছাড়াও পুজোর ভিড়ে বাচ্চারা যাতে না হারিয়ে যায় সেজন্য তাদের জন্য বিশেষ আইডেন্টি কার্ডের ব্যবস্থা করছে পুলিশ। পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্য বলেন, পুজো এবং বিসর্জন সব ক্ষেত্রেই আমরা বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি। এবছর মহিষাদলের মতো কাঁথিতেও পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হবে। এছাড়াও যে জায়গাগুলিতে ভিড় হয় সেখানে পুলিশের তরফ থেকে সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানুষের নিরাপত্তায় আমরা প্রস্তুত রয়েছি।

শিক্ষামূলক কাজে পুরস্কার প্রশাসনের

■ অনুষ্ঠানের সূচনায় মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

সংবাদদাতা, বর্ধমান : পড়াশোনার বাইরে অতিরিক্ত কাজের জন্য বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার ১২টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল এবং এই দুই স্তরের মোট ৪৯ ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত করল জেলা সর্বশিক্ষা মিশন। বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে আয়োজিত বুধবারের এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। ছিলেন জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, জেলাশাসক আয়েষা রানি এ, বিধায়ক অলোক মাঝি ও মধুসূদন ভট্টাচার্য, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু কোনার-সহ জেলা প্রশাসন এবং জেলা স্কুলশিক্ষা দফতরের কর্তারাও। এদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, আগে ছেলেমেয়েরা ছড়া, কবিতা মুখস্থ করতে, ছড়া বানাতে। এখন মোবাইলের জন্য সেই অভ্যাস হারিয়ে যাচ্ছে। তাই সেই অভ্যাস ফিরিয়ে আনতে মোবাইল বন্ধ করতে হবে। ছড়া ও কবিতা লেখা, মিড ডে মিল, স্কুল স্যানিটেশন, স্কুলের সবুজায়ন প্রভৃতি একাধিক ক্যাটাগরিতে স্কুল ও ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়।

নতুন ভবনের উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও কর্মকর্তারা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কালীঘাটের এই ফায়ার স্টেশনটা দীর্ঘদিনের। তাই এটা সংস্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আমি সুজিতকে বলেছিলাম এটা নতুন করে তৈরি করতে। সুজিত সেই কথা রেখেছে। আমি রোজই সামনে দিয়ে যেতাম আর দেখতাম আপনারা গাড়িগুলো বাইরের দিকে রাখতেন। তাতে অসুবিধা হত। তাই আমি বলছিলাম, আলাদা করে কোনও অনুষ্ঠানের দরকার নেই। পুজোর মধ্যে যাতায়াতের সময় উদ্বোধন করে দেব, যাতে গাড়িগুলো ভিতরেই রাখা যায়। এদিন উদ্বোধনের সঙ্গে দমকলকর্মীদের কুর্নিশ জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, যাঁরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে লড়াই করেন, যাঁরা প্রাণপাত করে আগুন নেভান, মানুষকে বাঁচান, তাঁদের সবাইকে আমি স্যালুট জানাই। দমকলের ২৯টি বাইকও আজ উদ্বোধন হল। অলিতে-গলিতে ঢোকার জন্য এটা আমাদের নতুন সৃষ্টি। বড় বড় বাড়িতে আগুন নেভানোর জন্য যেমন বড় গাড়ি আছে, তেমন ছোট অলিগলির জন্য এই বাইক।

শুধু ফল, আতপচালে ৫০০ বছর দুর্গারূপে পূজিতা কেন্দুয়া-বুড়ি

দেবব্রত বাগ ● ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুরে মা দুর্গারূপে কেন্দুয়াবুড়ি পূজিতা হন। আর সেই পুজোর পুরোহিতের দায়িত্ব থাকে বাগদি সম্প্রদায়ের মানুষের উপর। গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের খাড়বান্ধি অঞ্চলের বালিপাল গ্রামে প্রায় ৫০০ বছরের প্রাচীন কেন্দুয়া বুড়ির থান রয়েছে। আজও বহু মানুষ কেন্দুয়া বুড়ির পুজো দিতে সপ্তাহের প্রতি মঙ্গল ও শনিবার বালিপাল গ্রামে আসেন। তবে দুর্গাপুজোর সময় চারদিন ধরে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়। অন্যান্য দেবদেবীর মন্দিরে ব্রাহ্মণ পুরোহিত হিসাবে থাকলেও কেন্দুয়া বুড়ির থানে পুরোহিত হিসেবে পুজো করেন বাগদি সম্প্রদায়ের মানুষ। যাঁদের দেহুরি বলা হয়। জনশ্রুতি যে, ওড়িশার রাজা বালিপাল যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গভীর জঙ্গলে এসে একটি গাছের নিচে বসে ছিলেন। তাঁকে পরিশ্রান্ত অবস্থায় দেখে কন্যারূপে দেবী মা কেন্দুয়া-বুড়ি দেখা দেন।

রাজাকে মা একটি কেন্দ ফল খেতে দেন। এরপর তিনি রাজা বালিপালকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, আমি কেন্দুয়া-বুড়ি, আমি গাছের নিচে রয়েছি। এখানেই তুই আমার পুজো করবি। ওই গাছের নিচে পাথরের খোদায় একটি মূর্তি আছে যা অদৃশ্য। এরপর রাজা বালিপাল জঙ্গলের মাঝে নিমগাছের নিচে মা কেন্দুয়া-বুড়ির পুজো শুরু করেন। হাতি, ঘোড়া, ঠাকুর যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিশাল একটি নিমগাছ। সেই নিমগাছের তলায় কেন্দুয়া বুড়ির পুজো হয়। যুগ যুগ অতিক্রান্ত করে প্রায় ৫০০ বছর ধরে এভাবেই চলছে মায়ের পুজো। কোনও মন্দির নেই, চারপাশ শুধু ইটের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। স্থানীয়দের বিশ্বাস, মা জঙ্গলে থাকতে ভালবাসেন, বিলাস ভালবাসেন না। প্রতি মঙ্গল ও শনিবার প্রচুর মানুষ পুজো দিতে আসেন এবং দুর্গাপুজোর সময় চারদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। অনেকেই মানত করা পাঁঠা, ছাগল বলি দেন। কেন্দুয়া বুড়ির থানের পাশে দুর্গামণ্ডপ তৈরি হয়েছে। সেখানে স্থায়ী মণ্ডপে প্রতি বছর দুর্গাপুজো হয়। তবে ওই মণ্ডপে দুর্গাপুজোর আগে কেন্দুয়া মায়ের পুজো করা হয়। থানের দেহুরি পুরোহিত বলেন, আমার পূর্বপুরুষ এই পুজো করেছেন। আমিও দশ বছর হল পুজো করছি। বিভিন্ন ফল ও আতপ চাল দিয়ে মায়ের পুজো হয়। খিচুড়ি বা রান্না করা কিছু দিয়ে নয়। নিয়ম মেনেই হাতের আঙুলের রক্ত দিয়ে মাকে সন্তুষ্ট করতে হয় দেহুরিদের, যা এখনও চালু বলে জানান তিনি।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

25 September, 2025 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

দুর্গাপুজোর মুখে ভাগ্য ফিরল জঙ্গলমহলের বাঁশশিল্পীদের

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : দুর্গাপুজো শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, জঙ্গলমহলের হাজারো মানুষদের কাছে জীবনের অন্যতম অবলম্বন। উৎসব মানেই আনন্দ, উৎসব মানেই আচার পালনের নিয়মকানুন। কিন্তু এই উৎসবের আঁচল জড়িয়ে আছে বহু পরিবারের দৈনন্দিন জীবিকার সুতোর টান। পুজোর মরসুম এলেই বদলে যায় বহু কারিগরের ভাগ্য, বিশেষ করে বাঁশশিল্পীদের। ঝাড়গ্রামের প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাসকারী বাঁশশিল্পীদের কাছে দুর্গাপুজো নিয়ে আসে অমূল্য সুযোগ। বছরের পর বছর এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁরা। বাঁশ, বেতের তৈরি জিনিসপত্র পুজোর সময় অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ঠেকা, ডালা, কুলো, টোকা থেকে শুরু করে প্যান্ডেলের সাজসজ্জার সামগ্রী— সবই তৈরি হয় তাঁদের হাতের জাদুতে। উৎসবের ঠিক আগে পাইকারি বাজার থেকে আসে প্রচুর বরাত। তাই এই সময় শিল্পীদের ঘুম নেই, দিনরাত এক করে চলছে কাজ। অন্যান্য সময়ে তেমন কাজ না থাকলেও পুজোর মরশুম যেন তাঁদের জীবনে প্রাণসঞ্চার করে। এক শিল্পীর কথায়, সারা বছর খুব একটা কাজ মেলে না। কিন্তু পুজো এলে বাজারে আমাদের জিনিসপত্রের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যায়। এই সময়ে আমরা যতটা কাজ পাই, তা দিয়ে বছরের বড় সময় সংসার চলে। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। মাসের পর মাস ধরে তৈরি করা বাঁশের নানা

জিনিসপত্র হাটে বা পাইকারদের হাতে তুলে দিচ্ছেন শিল্পীরা। পুজোর আগমনী হাওয়া যেন তাঁদের ঘরে এনে দিয়েছে নতুন স্বপ্ন। অনেকে জানিয়েছেন, পুজোর আগে বরাত বেড়েছে আগের তুলনায়। শুধু দুর্গাপুজো নয়, আশপাশের গ্রামগঞ্জে নানা ছোটখাটো উৎসবও পালিত হয় এই সময়। সেই সব অনুষ্ঠানেও লাগে নতুন ঝুড়ি, কুলো ও ডালা। ফলে এই সময় বাঁশশিল্পের চাহিদা আকাশছোঁয়া। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষদের কাছে বাঁশের জিনিসপত্র এখনও জীবনে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে। বাঁশের নকশির বুননে লুকিয়ে থাকে বিশেষ সৌন্দর্য। শিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় সেই বাঁশ শুধু ব্যবহারিক জিনিস থাকে না, হয়ে ওঠে শিল্পকর্ম। তবে শিল্পীরা চিন্তিতও বটে। প্লাস্টিক পণ্যের দৌরাত্ম্যে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। সস্তা আর টেকসইয়ের তকমা লাগিয়ে গ্রামে গ্রামে ঢুকে পড়ছে প্লাস্টিক। অনেকেই সহজলভ্যতার কারণে প্লাস্টিকের ঝুড়ি, ডালা কিনে ফেলছেন। এতে বাঁশশিল্প মার খাচ্ছে। তবে দুর্গাপুজোর সময় সেই ভরাডুবি কিছুটা সামলে ওঠে। এক প্রবীণ শিল্পী বলেন, প্লাস্টিকের জন্য আমাদের কাজ অনেকটাই কমে গিয়েছিল। কিন্তু পুজো এলেই মানুষ এখনও বাঁশের জিনিসপত্র খোঁজে। আমাদের এই ঐতিহ্য যদি টিকে থাকে, তবে প্লাস্টিক কোনওদিনও আমাদের হারাতে পারবে না।

পুজো নিজেই করেন সৌমেন

বাড়ির পুজোয় সৌমেন মহাপাত্র।

সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া : পারিবারিক রীতি মেনে গ্রামের বাড়ি নিজের হাতে পুজো করেন তমলুকের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র। কাজের সূত্রে দীর্ঘ বছর নিজের পরিবার নিয়ে বিধায়ক থাকেন পাঁশকুড়ায়। কিন্তু পুজোর সময় পিতৃভিটে পিংলার পিন্ডরুইয়ের গ্রামের বাড়ি হয় ঠিকানা। পূর্বপুরুষের পুজো এখন নিজের হাতেই করেন বিধায়ক। গ্রামের বাড়ির বেশির ভাগ সদস্যই বিদেশ থাকেন। তবে পুজোর কদিন সবাই বাড়ি ফেরেন। বাড়িতেই তৈরি হয় প্রতিমা। অঞ্জলি, কুমড়োবলি, দুরখেলা, কুমারীপুজো সবটাই হয় রীতি-রেওয়াজ মেনে। শামিল হন গ্রামবাসীও।

পশ্চিম মেদিনীপুরবাসীর মঙ্গলে দুর্গার প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি পুজোর আয়োজন

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : প্রায় হাজার বছরের পুরনো তে ফুটে আছে দেবী দুর্গার অবয়বই বলে মনে করছেন জেলা পরিষদের কর্তারা থেকে জনপ্রতিনিধিরা। দেবীপক্ষের সূচনালগ্নেই সেই প্রাচীন মূর্তিকেই দেবী দুর্গা রূপে আরাধনা করা হল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ কার্যালয়ে। মহালয়ার পরেই এই পুজো ঘিরে আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠলেন

জেলা পরিষদ ভবনে পুজোয় প্রশাসন কর্তা ও কর্মীরা।

আমলা, আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি ও জেলা পরিষদের কর্মীরা। সকলেই একবাক্যে জানান, জেলাবাসীর মঙ্গল কামনায় এই পুজো। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, বিভিন্ন সময় জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের কিছু মূর্তি উদ্ধার হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব থাকায় এতদিন সেগুলি জেলা গ্রন্থাগারেই সংগ্রহ করে রাখা ছিল। এ বছরের মে মাসে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে 'বর্ণপরিচয় গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'-র উদ্বোধন হয়। সেই উপলক্ষে কিছু ঐতিহাসিক বইপত্র ও নথির খোঁজে সম্প্রতি জেলা গ্রন্থাগারে যান শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শ্যামপদ পাত্র-সহ কয়েকজন আধিকারিক। সেখানেই মূর্তিগুলি দেখে শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ বর্ণপরিচয় মিউজিয়ামে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেন। বিষয়টি তিনি জেলা সভাধিপতি ও অতিরিক্ত জেলাশাসককে (জেলা পরিষদ) জানালে তাঁরা রাজি হয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেন। সম্প্রতি রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অনুমতি মেলার পর মূর্তিগুলি জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ হাতে পান। স্বাভাবিকভাবেই দুর্গামূর্তি পেয়ে উচ্ছ্বসিত স্বয়ং সভাধিপতি থেকে আমলা ও আধিকারিকেরা। এরপরই সিদ্ধান্ত হয়, জেলাবাসীর মঙ্গল কামনায় দুর্গামূর্তিটির পুজো করা হবে। আর সেই পুজো হবে পুরোপুরি পরিবেশবান্ধব। সেইমতোই বুধবার পুজোর আয়োজন হয়। ছিলেন সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি, অতিরিক্ত জেলাশাসক শ্রীনিবাস রাও পাটিল-সহ কর্মাধ্যক্ষ, আধিকারিক ও কর্মীরা। সভাধিপতি বলেন, সন্ধিক্ষণে মা আমাদের কাছে এসেছেন। জেলাবাসীর মঙ্গল কামনায় পুজোর আয়োজন। মূর্তিটি এখানেই স্থাপনের ইচ্ছে আছে।

ঝাড়গ্রামে পুজো কমিটিগুলির আয়োজনে পুজোর আবহে মিশছে লোকসংস্কৃতির সুর

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : শারদোৎসবকে ঘিরে এবার ঝাড়গ্রামের নানা প্রান্তে রঙিন আবহ। প্রতিটি পুজো কমিটি তাদের নিজস্ব ছন্দে সাজিয়ে তুলছে মণ্ডপ, সঙ্গে থাকছে লোকসংস্কৃতির ছোঁয়া।

নয়াগ্রামে জাগোবাংলা

নয়াগ্রাম সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি : ৮০তম বর্ষে পদার্পণ করা এই কমিটি ১০ লক্ষের বাজেটে সাজাচ্ছে আদিবাসী ও জনজাতি সংস্কৃতির ছোঁয়ায় ভরপুর মণ্ডপ। মণ্ডপজুড়ে থাকছে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের বার্তা। পুজোর দিনগুলিতে যাত্রাপালা থেকে শুরু করে লোকসংস্কৃতির নানা অনুষ্ঠান থাকবে। কমিটির পক্ষে সুপতীশ হাটুই জানান, আদিবাসী মানুষের জীবন ও সংস্কৃতিই এবারের থিম।

বালিগেড়িয়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি : ৬৬তম বর্ষে ৮ লক্ষ টাকার বাজেটে গড়ে উঠছে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের আদলে প্যান্ডেল। প্রতিমা একেবারে সাবেকি। বাউল, আদিবাসী নাচ, বাংলা ও ওড়িশা অর্কেস্ট্রা, ঝুমুর ও যাত্রাপালা জমিয়ে তুলবে সাংস্কৃতিক পরিবেশ। সম্পাদক রাকেশ মাহাতো বলেন, পুজোর ক'টা দিন গ্রামজুড়ে উৎসবের আবহ ছড়িয়ে পড়বে।

দোলগ্রাম সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি : ৫৩তম বর্ষে ৭ লক্ষ টাকার বাজেটে তৈরি হচ্ছে মন্দিরাকৃতির প্যান্ডেল। সম্পাদক সঞ্জয় দেহুরি জানান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই তাঁদের পুজোর মূল আকর্ষণ, এবারে থাকছে নানা বৈচিত্র্যময় আয়োজন।

নিচুপাতিনা সর্বজনীন দুর্গাপুজা কমিটি : ৭২তম বর্ষে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার বাজেটে স্থায়ী মণ্ডপে হচ্ছে পুজোর আয়োজন। কোষাধ্যক্ষ তাপস দত্ত বলেন, যাত্রাপালা-সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানই দর্শকদের টানবে।

কলমাপুকুরিয়া দুর্গোৎসব কমিটি : ৪৮তম বর্ষে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার বাজেটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পুজো। সপ্তমী থেকে একাদশী পর্যন্ত থাকছে লোকসংস্কৃতি ও যাত্রাপালা। অষ্টমী ও নবমীর ভোগকে ঘিরেও থাকে বিপুল উৎসাহ। কমিটির পক্ষে স্বরূপ ঘোষ জানান, ভোগ গ্রহণ করতে গ্রামের মানুষ যেমন ভিড় করেন, তেমনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও সাড়া পড়ে।

খড়িকামাথানি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি : ৪৫তম বর্ষে ১০ লক্ষ টাকার বাজেটে এবারও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেই জোর দিচ্ছে এই কমিটি। গৌরী মহাকুল বলেন, আমরা কালী-সহ নানা পুজো করি। তবে দুর্গাপুজোর মূল আকর্ষণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মানুষ সেটাই ভালোবাসেন।

সব মিলিয়ে, ঝাড়গ্রামের গ্রামীণ জনপদে দুর্গোৎসব মানেই শুধু পুজো নয়, সঙ্গে মিশে আছে আদিবাসী সংস্কৃতি, লোককলা ও সামাজিক বার্তা ছড়ানোর মিলনোৎসব।

মিউজিক লঞ্চেই রক্তবীজ-২ ঘিরে চরম উন্মাদনা

প্রতিবেদন : একদিকে জমজমাট মিউজিক অ্যালবাম লঞ্চ। অন্যদিকে, মুক্তির একদিন আগেই স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ে হাউসফুল শো। 'রক্তবীজ' ছবির টানটান গল্পের রেশ ধরেই মানুষকে প্রেক্ষাগৃহে টানছে শিবপ্রসাদ-নন্দিতার এবারের পুজোর ছবি 'রক্তবীজ ২' ও। ২৫ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাচ্ছে মেগা স্টারকাস্টের এই ছবি। দেশের রাষ্ট্রপতিকে খুনের চক্রান্ত। তার উপর ভিত্তি করেই টানটান স্ক্রিপ্ট আর উত্তেজনা। প্রতি পরতে পরতে রয়েছে সাসপেন্স। বহু আলোচনা, বহু বিতর্ক। মানুষের আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে রক্তবীজ-২। আর মুক্তির আগের দিন, বুধবার নটী বিনোদিনী প্রেক্ষাগৃহে স্পেশাল শো। ঝুলছে হাউসফুল বোর্ড। বুধের সন্ধ্যায় মেট্রোপলিটন দুর্গাবাড়িতে হই হই করে হয়ে গেল 'রক্তবীজ ২'-এর মিউজিক অ্যালবাম লঞ্চ। মঞ্চ ছিল চাঁদের হাট। ছিলেন পরিচালক জুটি শিবপ্রসাদ ও নন্দিতা মুখোপাধ্যায়, আবির চট্টোপাধ্যায়, মিমি চক্রবর্তী, অঙ্কুশ হাজরা, কৌশানী মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চন মল্লিক, শ্রীময়ী চট্টরাজ, ইমন চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্টজনেরা। মিউজিক লঞ্চেও দর্শকদের মধ্যে সিনেমা ও তার কলাকুশলীদের নিয়ে ছিল চূড়ান্ত উন্মাদনা। 'রক্তবীজ' দর্শকদের মনে যে ছাপ ফেলেছিল, তার রেশ ধরেই উন্মাদনা তৈরি করেছে রক্তবীজ-২। পুজোয় বাংলা ছবির রমরমা বাজার বহুদিন পর।

স্পেশাল শো একদিন আগেই হাউসফুল

জমজমাট রক্তবীজ-২-এর মিউজিক অ্যালবাম লঞ্চ অনুষ্ঠান।

কলেজে রক্তদান

হরিপাল বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে ভূগোল বিভাগের আয়োজনে সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় শনিবার রক্তদান শিবিরে ৩০ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও শুভানুধ্যায়ী রক্ত দেন। ১৮ জনই প্রথমবার রক্ত দিলেন। বিধায়ক তথা কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি ডাঃ করবী মান্না, পঞ্চায়েত প্রধান তথা প্রাক্তন ছাত্র সুমিত সরকার ও প্রসাশনিক কর্তারা ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেন। আয়োজক ছিলেন বিভাগীয় প্রধান ড. মৈনাক দে। সকলকে গাছের চারা বিলি করা হয়।

পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডে জড়িত জঙ্গিদের জঙ্গলের রাস্তা চিনিয়ে দেওয়ার অভিযোগে মহম্মদ ইউসুফ কাটারিয়া নামে এক যুবককে গ্রেফতার করল জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশ। ২৬ বছরের ইউসুফ কাটারিয়া কুলগামের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ

অকপট স্বীকারোক্তি গেরুয়া মুখ্যমন্ত্রীর

বিজেপির ১৪ মাসে ওড়িশায় নারী নির্যাতন প্রায় ৩৮০০০

ভুবনেশ্বর: অকপট স্বীকারোক্তি। বিজেপি শাসিত ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নিজের মুখে স্বীকার করলেন তাঁর আমলে রাজ্যে নারী নির্যাতন বেড়েছে ভয়াবহভাবে। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে রীতিমতো তথ্য এবং পরিসংখ্যান তুলে ধরে নিজের প্রশাসনের অপদার্থতার ছবি তুলে ধরলেন গেরুয়া মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝি। তাঁর দেওয়া তথ্যেই প্রমাণিত, নবীন পট্টনায়কের সরকার বিদায় নেওয়ার পরে বিজেপি জমানার মাত্র ১৪ মাসে ধর্ষণ, ধর্ষণের চেষ্টা, যৌন হেনস্থা, জনসমক্ষে বিবস্ত্র করার মতো আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে ওড়িশায়। ২০২৪-এর ১ জুন থেকে ২০২৫-এর ৩১ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যে নারী নির্যাতনের ঘটনা অন্তত ৩৭,৬১১।

বিধানসভায় নারী নির্যাতন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক সোফিয়া ফিরদৌস। সেই প্রশ্নের জবাবেই তথ্য এবং পরিসংখ্যান তুলে ধরে অকপট স্বীকারোক্তি গেরুয়া মুখ্যমন্ত্রীর। তাঁর দেওয়া তথ্যই বলছে, এই মুহূর্তে সবকিছুর শীর্ষে মহিলাদের শ্লীলতাহানি। ঘটনার সংখ্যা ৯১৮১। মহিলা অপহরণের ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে সবমিলিয়ে ৮২২৭টি। পণের দাবিতে বধূ নির্যাতনের মামলা হয়েছে ৫৪৬৪টি। যৌতুকের দাবি ছাড়াই বধূ নির্যাতনের অভিযোগও খুব অল্প নয়, ৬১৩৪টি। ধর্ষণের ঘটনার সংখ্যাও রীতিমতো চমকে ওঠার মতো। ২৯৩৩টি। প্রকাশ্যে মহিলাদের বিবস্ত্র করার ঘটনা ঘটেছে ২১৬১টি। যৌন হেনস্থার অভিযোগ নথিভুক্তির সংখ্যা ১২৭৮টি। অর্থাৎ গেরুয়া মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে স্বীকার করলেন নবীন পট্টনায়কের জমানার তুলনায় তাঁর জমানায় রাজ্যের মহিলারা কী ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে।

অপরিকল্পিত হাইওয়ে-রোপওয়ে-সুড়ঙ্গ, চরম সংকটে হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্র

হিমাচলের বিপর্যয়, সরকারের কৈফিয়ত তলব সুপ্রিম কোর্টের

প্রতিবেদন: প্রবল বৃষ্টি এবং হড়পা বানে হিমাচল প্রদেশের বিপর্যয়ের জন্য মূলত সে রাজ্যের সরকারকেই দায়ী করল সুপ্রিম কোর্ট। রীতিমতো কৈফিয়ত তলব করেছে রাজ্য প্রশাসনের। জানতে চেয়েছে, পর্যটন, খনি ও নির্মাণকাজে রাশ টানতে কী কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে। শীর্ষ আদালতের কড়া নির্দেশ, বনসৃজন, ক্ষতিপূরণমূলক অরণ্যায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন নীতি, সড়ক, জলবিদ্যুৎ, খনিপ্রকল্প, পর্যটন এবং নির্মাণসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেশ করতে হবে ২৮ অক্টোবরের মধ্যে। পরের শুনানি ওইদিনই। সুপ্রিম কোর্ট মনে করছে, শুধুমাত্র হিমাচল প্রদেশ নয়, হিমালয় লাগোয়া অন্যান্য রাজ্যেও বিপর্যয়ের জন্য শুধুমাত্র প্রকৃতি দায়ী নয়। দায়ী

আসলে অবৈজ্ঞানিক, অপরিকল্পিত এবং দিশাহীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। হিমালয়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগপ্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য, হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্র এখন চরম সংকটে। হাইওয়ে, রোপওয়ে, সুড়ঙ্গ, অনিয়ন্ত্রিত বসতিস্থাপনের মতো বিভিন্ন কাজ হয়েছে প্রকৃতির তোয়াক্কা না করেই। এরই বিরূপ প্রভাব পড়ছে হিমাচল এবং আশপাশের বিভিন্ন রাজ্যে। গুরুতর অস্তিত্বসংকটে ওই রাজ্যগুলোও। এখনই হিমালয়ঘেঁষা রাজ্যগুলিতে পর্যটন, খনি এবং নির্মাণকাজে রাশ না টানলে অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সেগুলি।

বিচারপতির মন্তব্য, এবছর বর্ষার মরশুমে ভারী বৃষ্টি বিপর্যয় ডেকে এনেছে হিমাচল প্রদেশে। হড়পা বান ব্যাপক ক্ষতি করেছে জীবন এবং সম্পদের। লক্ষণীয়, এই প্রথম নয়, গত অগাস্টেও হিমাচলের পরিবেশ এবং পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছিলেন বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মাধবনের ডিভিশন বেঞ্চ। দুই বিচারপতি বলেছিলেন, রাজ্য এবং কেন্দ্রকে আমরা এটাই বোঝাতে চাইছি, রাজস্ব আদায়ই শেষ কথা নয়। রাজস্ব আয় করা উচিত নয়, পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্রের বিনিময়ে। এভাবে চললে অচিরেই দেশের মানচিত্র থেকেই মুছে যাবে হিমাচল প্রদেশ।

এক দেশ এক ভোট, নেপথ্যে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মতলব

পাটনা: এক দেশ এক ভোট বিলের নেপথ্যে আসলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ও কুক্ষিগত করার অপপ্রয়াস। একই সঙ্গে নির্বাচনের মধ্যে কোনও অর্থনৈতিক সাশ্রয়ের সম্ভাবনাই নেই। এই বিল আসলে একটা মস্ত প্রহসন। বুধবার নয়াদিল্লিতে এক দেশ এক বিল সংক্রান্ত যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠকে স্পষ্ট ভাষায় একথা জানিয়ে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের পক্ষ থেকে এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সদস্য সাকেত গোখেল। তৃণমূলের বক্তব্য, মোদি সরকার এই বিল এনেছে শুধুমাত্র নির্বাচনকে বিঘ্নিত করার লক্ষ্যে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে। মোদি সরকার আসলে নিজেদের স্বার্থেই নির্বাচন কমিশনের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়ার জন্য এই বিল এনেছে। এদিন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সুজিত ভাল্লা এই বিলের বিরোধিতা করে মন্তব্য করেন, এর কোনও অর্থনৈতিক তাৎপর্য নেই। সাশ্রয়ের তো কোনও প্রশ্নই নেই।

নার্সের উপর অ্যাসিড হামলা

মিরাট: এই হল যোগীরাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবস্থা। ডিউটি করতে যাওয়ার পথে এক নার্সের উপর অ্যাসিড হামলা চালাল এক কিশোর। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রুকসানা নামে ওই মহিলা দিল্লির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আক্রান্ত নার্সের ছোট মেয়েকে উত্ত্যক্ত করত ওই কিশোরটি। ওই মহিলা তাকে বকাঝকা করায় বদলা নিতে অ্যাসিড হামলা চালায় সে। ঘটনাটি ঘটেছে মিরাটের লোহিয়ানগর এলাকায়। এই ঘটনায় গেরুয়া প্রশাসনের অপদার্থতাকেই দায়ী করেছেন সাধারণ মানুষ। ৪ সদস্যের বিশেষ দল গঠন করলেও এখনও পর্যন্ত ওই ১৭ বছরের আক্রমণকারীকে খুঁজেই পায়নি পুলিশ। গ্রেফতার তো দূরের কথা।

দিতে হবে ভোটচুরির খেসারত বিহার ঘুম কেড়েছে বিজেপির

পাটনা: বিহারের বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই চাপ বাড়ছে বিজেপির। ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন এমনিতেই ক্ষুব্ধ বিহারবাসী। ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে আমজনতার ক্ষোভ আছেই। যে ৬৫ লক্ষ লোকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা যে বিজেপি তথা এনডিএ জোটের প্রার্থীদের ছেড়ে কথা বলবেন না, এটা বুঝতে পারছেন গেরুয়া শিবিরের নেতারা। বিজেপি ও কমিশনের সম্মিলিত ভোটচুরিকে এনডিএ শিবিরের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে জনমানসের কাছে তুলে ধরে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে মহাজোট। ভোটাধিকার যাত্রায় মানুষের জনপ্লাবনের ছবিতেই অনেকটা স্পষ্ট হয়ে গেছে বিষয়টি। এদিকে বিজেপির একটি অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, বিহারে যে ৬৫ লক্ষ নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে তার বেশিরভাগ বিহারের দুটি বড় অঞ্চল মগধ এবং শাহবাদের। এসআইআরে বাদ পড়া এই দুটি অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ৭৩টি বিধানসভা আসনের মধ্যে অধিকাংশেই চাপে আছে বিজেপি এবং এনডিএ জোট। এতগুলি আসনের বেহাল দশা কাটাতে না পারলে তাদের পক্ষে রাজ্যে ক্ষমতায় ফেরা কার্যত অসম্ভব, এটা বুঝতে পেরেই উদ্বেগ বাড়ছে বিজেপির নেতাদের। এরমধ্যে এনডিএ শরিক এলজেপি নেতা চিরাগ পাসোয়ান শাহবাদ অঞ্চল থেকে ভোটে লড়ার কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন।

এর উপরে বিজেপির বড় চিন্তা বাড়াচ্ছে প্রশান্ত কিশোরের রাজনৈতিক দল জন সুরজ পার্টিও। লোকসভায় বিরোধী দলের নেতার মতোই গোটা বিহার চষে ফেলেছেন বিহারেরই ভূমিপুত্র প্রশান্ত কিশোর। তাঁর নবগঠিত দল বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে 'ভোট কাটুয়া'র ভূমিকায় অবতীর্ণ

বিজেপির উপর চাপ বাড়াচ্ছেন চিরাগ

হতে পারে বিহারের ভোট ময়দানে এটাই এখন সব চাইতে চর্চিত বিষয়। এটা বুঝতে পেরেই চাপ বাড়ছে বিজেপির। জন সুরজ পার্টির কাটা ভোটের সুফল কোনদিকে যাবে, তা নিয়েই রীতিমতো ধন্দে বিজেপির শীর্ষস্তর। এছাড়াও বিজেপি বিরোধী মহাজোটের দুই সদস্য কংগ্রেস এবং আরজেডির চাপ তো আছেই। আছে প্রবল প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়া। ২০ বছর ধরে বিহারে সরকার চালানো জেডি(ইউ) সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বিহারের সার্বিক বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য কোনও কাজই করেননি, এই অভিযোগ প্রবল।

এদিকে বিহার বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই বিজেপির উপর চাপ বাড়াচ্ছে শরিকদল লোকজনশক্তি পার্টির প্রধান চিরাগ পাসোয়ান। তাঁর সাফ কথা, আসনের প্রশ্নে কোনও সমঝোতা নয়। তাঁর দাবি, অন্তত ৪০টি আসন। লক্ষ্য, শাহবাদ অঞ্চল। লক্ষণীয়, গত নির্বাচনে এনডিএ অত্যন্ত খারাপ ফল করেছিল এই কেন্দ্রে।

মন্দিরমার্গের ঐতিহ্যবাহী নিউদিল্লি কালীবাড়ি দুর্গাপুজোর আয়োজনে সাবেকিয়ানার সাক্ষ্য

সুদেষ্ণা ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

থিম পুজোর প্রচলনের মাঝেই মন্দিরমার্গের নিউদিল্লি কালীবাড়ি দুর্গাপুজা বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের চিরাচরিত ঐতিহ্যের আজও বজায় রেখে চলেছে। ১৯৩৮ সালে এই কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে শুরু হয় সাবেকি দুর্গাপুজো। লুটিয়ান দিল্লিতে কালীবাড়ি প্রাঙ্গনে শ্বেত পাথরের তৈরি বেদিতেই দুর্গাপুজা আয়োজন করা হয়। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি এই কালীবাড়িতে শুধু প্রতিমা দর্শন করতে এসেছেন। এরমধ্যে জওহরলাল নেহরু, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ভিভি গিরি, ইন্দিরা গান্ধী থেকে অটলবিহারী বাজপেয়ী, সকলেই দিল্লির মন্দিরমার্গ কালীবাড়ি প্রতিমা দর্শন করতে এসেছেন। যা আজও ইতিহাসের সাক্ষ্য হয়ে আছে। নিউদিল্লি কালীবাড়ি দুর্গাপুজোয় আগাগোড়া

একচালা প্রতিমা তৈরি করা হয় মন্দির প্রাঙ্গণে। সপ্তমীতে মায়ের বোধন, ২১ ঢাকির বাজনা বাজিয়ে শুরু করেন। ঢাকিদের পরনে থাকে সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবি। অষ্টমীতে সাবেকি নিয়ম মেনে হয় দুর্গাপুজো। স্থানীয়দের পাশাপাশি দূরদূরান্ত থেকে মানুষের ঢল নামে এই মন্দিরে। পুজোর রীতি লাউ, কুমড়ো সহযোগে সবজি বলি দেওয়া হয়। বিশেষত অষ্টমীর পুষ্পাঞ্জলি দিতে শয়ে শয়ে দর্শনার্থীদের সমাগম হয়। মা দুর্গার মহাভোগ পোলাও, পা ভাজা, পনিরের তরকারি, চাটনি, পায়েস সহযোগে পরিবেশন করা হয়। সর্বসাধারণের জন্য যে ভোগ হয় তার সঙ্গে মহাভোগ মিশিয়ে বিতরণ করা হয়। তবে এই মন্দিরমার্গ কালীবাড়ির যে মূল আকর্ষণ পঙ্ক্তিভোজন আয়োজন তা পুজো উদ্যোক্তাদের তরফে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কমিটির লোকবলের অভাবের বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকদিন মা দুর্গার পূজা শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেন কালীবাড়ি উদ্যোক্তারা। কলকাতা থেকে সঙ্গীত শিল্পীরা মূলত এই কালীবাড়ির ঐতিহ্যের কারণে অনুষ্ঠান করতে আসেন। এবছরের সঙ্গীতশিল্পী শ্রাবণী সেন, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায় পুজোর মূল আকর্ষণ, জানিয়েছেন নিউদিল্লি কালীবাড়ি সভাপতি বিজয় চৌধুরী।

দেশ বিদেশ

25 September, 2025 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাষ্ট্রসংঘের বৈঠকে যোগ দিয়ে যাওয়ার সময় একাধিক যান্ত্রিক সমস্যার মুখে পড়লেন সস্ত্রীক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ঢোকার পর চলমান সিঁড়িতে পা রাখতেই বন্ধ হয়ে যায় সেটি। আবার রাষ্ট্রসংঘে ভাষণ দেওয়ার ঠিক আগে খারাপ হয়ে যায় টেলিপ্রম্পটার। এমন ঘটনায় ষড়যন্ত্র দেখছে হোয়াইট হাউস

এইচ-ওয়ান বি ভিসা: ফি বাড়ানোর পর এবার লটারি প্রক্রিয়াও বাতিল

ওয়াশিংটন: আরও জটিল হতে চলেছে আমেরিকায় এইচ-ওয়ান বি ভিসা পাওয়ার শর্ত। যথারীতি এর ফলেও অসুবিধার মধ্যে পড়তে চলেছেন ভারতীয় কর্মপ্রার্থীরা। ভিসার ফি বাড়ানোর পাশাপাশি তা মঞ্জুর করার নিয়মেও বড় বদল আনতে চলেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। জানা যাচ্ছে, এতদিন যেভাবে লটারি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভিসা দেওয়ার নীতি প্রচলিত ছিল, এবার তা বাতিল করতে চলেছে আমেরিকা। দিনকয়েক আগেই বিদেশ থেকে আসা শিক্ষিত, কর্মপ্রার্থীদের জন্য প্রচলিত এইচ-ওয়ান বি ভিসার ফি বার্ষিক ১২০০ ডলার থেকে বাড়িয়ে ১,০০,০০০ ডলার করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮৮ লক্ষ টাকা। এবার ভিসা পাওয়ার নিয়মেও বদল আনার প্রস্তাব

আনছে ট্রাম্প সরকার। নতুন প্রস্তাবে তুলনায় বেশি ভাল এবং উচ্চ বেতনের বিদেশিদের ভিসা দেওয়ার ব্যাপারে পক্ষপাত দেখাবে ট্রাম্প প্রশাসন। তাঁরাই তাড়াতাড়ি পাবেন ভিসা। যদিও সংস্থাগুলি সবস্তরের কর্মীদেরই নিয়োগ করতে পারবে। ব্যবসায়ী ট্রাম্পের জমানায় ফ্যালো কড়ি মাখো তেল নীতিকেই এক্ষেত্রেও প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

সংবাদসংস্থা সূত্রের খবর, আমেরিকা প্রতিবছর সর্বোচ্চ ৮৫০০০ জনকে এইচ-ওয়ান বি ভিসা দিয়ে থাকে। এবার আবেদনকারীর সংখ্যা যদি এই ৮৫০০০ ছাড়িয়ে যায়, তাহলে যে সমস্ত সংস্থা বেশি বেতন দেয়, তাঁদের কর্মীদের ক্ষেত্রে আগে অনুমোদিত হবে ভিসার আবেদন। মার্কিন প্রশাসনের আধিকারিকদের যুক্তি, এই নিয়মে উদ্দেশ্য হল কম বেতনের কাজের ক্ষেত্রে বিদেশিদের এনে মার্কিন ব্যক্তিদের কর্মহানি বা কম বেতন ধার্য করার প্রবণতা বন্ধ করা। বলা হচ্ছে, ট্রাম্পের উদ্দেশ্য আরও কড়া অভিবাসন নীতি তৈরি করে মার্কিন নাগরিকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো।

রাগাসার তাণ্ডবে মৃত্যু, ক্ষয়ক্ষতি

ফিলিপিন্স ও তাইওয়ানে ধ্বংসলীলা চালিয়েছে এই বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড় রাগাসা। সোমবার থেকেই এর তাণ্ডব শুরু হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এবার চিনের গুয়াংদং প্রদেশে আছড়ে পড়ল সুপার টাইফুন 'রাগাসা'। বুধবার বিকেলে চিনের তাইশান ও ঝাংজিয়াঙের মধ্যবর্তী এলাকায় আছড়ে পড়েছে চলতি বছরের ভয়ংকরতম সামুদ্রিক ঝড়। ঝড়ের তাণ্ডবে এখনও পর্যন্ত তাইওয়ানে ১৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। নিখোঁজ শতাধিক। ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়বে বলেই আশংকা।

অগ্নিগর্ভ লাদাখ, হিংসার বলি ৪

রাজ্যের মর্যাদা ও সাংবিধানিক সুরক্ষার দাবিতে বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি: রাজ্যের মর্যাদা এবং সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্তির দাবিতে বুধবার অগ্নিগর্ভ হল লাদাখ। বিক্ষোভকারীদের সহিংস আন্দোলনের জেরে ৪ জন নিহত এবং ৭০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। বিক্ষোভকারীরা লেহ শহরের স্থানীয় বিজেপি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং একটি গাড়িও পুড়িয়ে দেয়। পুলিশ টিয়ার-গ্যাস এবং লাঠিচার্জ করে সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন সহিংস রূপ নেওয়ায় কেন্দ্রীয় প্রশাসন প্রতিবাদ কর্মসূচি ও সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। গত তিনবছর ধরে লাদাখে কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বাড়ছিল। সেখানকার বাসিন্দারা

তাদের জমি, সংস্কৃতি এবং সম্পদ রক্ষার জন্য রাজ্যের মর্যাদা এবং সাংবিধানিক সুরক্ষার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। ২০১৯ সালের আগস্টে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে বিভক্ত করে লাদাখকে একটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করা হয়। সেই সময় খ্যাতনামা পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক সহ লেহ-এর অনেকেই এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে রাজনৈতিক শূন্যতা নিয়ে অসন্তোষ তৈরি হয়। এই অসন্তোষের জেরে বড় আকারের বিক্ষোভ এবং অনশনের মতো কর্মসূচি পালন করেছিলেন লাদাখবাসী। এই আন্দোলনের জন্য প্রথমবারের মতো বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ লেহ এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কার্গিলের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি একটি যৌথ প্ল্যাটফর্ম, অর্থাৎ 'অ্যাপেক্স বডি অফ লেহ এবং কার্গিল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স'-এর অধীনে একত্রিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার লাদাখ ইস্যুতে দাবিগুলি যাচাই করার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেছিল। কিন্তু একাধিকবার বৈঠকের পরেও কোনও সমাধান সূত্র মেলেনি। এই বছরের মার্চ মাসে লাদাখের প্রতিনিধিরা দিল্লিতে

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করেছিলেন, কিন্তু সেই আলোচনাও ব্যর্থ হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বক্তব্য, লাদাখকে পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করাটা একটি ভুল ছিল। সেইসাথে রাজ্য মর্যাদা এবং ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিও প্রত্যাখ্যান করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। গত ১০ সেপ্টেম্বর থেকে জলবায়ু কর্মী সোনম ওয়াংচুকের নেতৃত্বে ১৫ জন ব্যক্তি অনশন শুরু করেছিলেন। পাশাপাশি ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। এদিনের সহিংসতার পর নিজের সমর্থকদের শান্ত থাকতে বলেন সোনম ওয়াংচুক। তিনি বলেন, সহিংসতায় প্রাণহানি হলে কোনও অনশন সফল হতে পারে না।

দিন-রাত এক করে কাজ জল নামল দ্রুত গতিতে

(প্রথম পাতার পর)

পুজো উদ্বোধনে গিয়ে মৃতদের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হবে রাজ্যের তরফে। সিইএসসিকে আমি পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার কথা বলেছি, তবে ওরা না দিলে রাজ্যের তরফে স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে। পাশাপাশি এদিন ফের তিনি সিইএসসিকে মৃতদের পরিবারপিছু ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার আর্জি জানান। মেয়র ফিরহাদ হাকিম মোমিনপুরে মৃত জিতেন্দ্র সিংয়ের বাড়িতে যান। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে পরিবারের সদস্যদের পাশে দাঁড়ান। মৃতের দুই ছেলের পড়াশোনার দায়িত্বও তুলে নেন নিজের কাঁধে। ঠাকুরপুকুরের বাসিন্দা মৃত শুভ প্রামাণিকের বাড়িতেও যান মেয়র, পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

একদিনের বৃষ্টিতে কলকাতা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। রাজ্য প্রশাসন ও কলকাতা পুরসভা দিনভর তৎপর হয়ে জল নামানোর কাজ করে। ২৪ ঘণ্টা পর পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতি অনেকটাই আয়ত্তে এসেছে। অধিকাংশ এলাকার জল নেমে গিয়েছে। নিচু এলাকার কোথাও কোথাও এখনও জল রয়েছে। তা দ্রুত নেমে যাবে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে। কেন্দ্রকে একহাত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একদিকে অবিরাম বৃষ্টির মধ্যেই ডিভিসি বিভিন্ন ব্যারাজের জল ছেড়ে দেয়, অন্যদিকে গঙ্গায় জোয়ার। এই পরিস্থিতিতে পুরসভা খুব ভাল কাজ করেছে।

৪০ পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

আজও ছবি দেখলে চোখ জলে ভরে আসে।

সোমবার রাতের দুর্যোগের পর স্বাভাবিকভাবেই মঙ্গলবার পুজো উদ্বোধন বাতিল করেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ, বুধবার দুপুর থেকেই উদ্বোধনের পালা শুরু হয়। একডালিয়া, সিংহী পার্ক, বালিগঞ্জ কালচার, সমাজসেবী সংঘ, হিন্দুস্তান পার্ক, শিবমন্দির, মুদিয়ালি, বাদামতলা আষাঢ় সংঘ-সহ প্রায় চল্লিশটি পুজো উদ্বোধন করেন। কলকাতার পরিস্থিতি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পরিস্থিতি অনেকটাই আয়ত্তে এসেছে।

অধিকাংশ এলাকার জল নেমে গিয়েছে। নিচু এলাকার কোথাও কোথাও এখনও জল রয়েছে। তাও দ্রুত নেমে যাবে। এরপরই কেন্দ্রকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডিভিসি, মাইথন, ফরাক্কা ব্যারাজের জল ছেড়ে দেয়। এদিকে গঙ্গায় জোয়ার। তবে কলকাতা পুরসভা খুব ভাল কাজ করেছে।

দিল্লির আশ্রমে সতেরোর বেশি মহিলার শ্লীলতাহানি, পলাতক অভিযুক্ত প্রধান

নয়াদিল্লি: দিল্লির বসন্তকুঞ্জ এলাকার একটি প্রসিদ্ধ আশ্রমের প্রধান স্বামী চৈতন্যনন্দ সরস্বতী প্রায় ১৭ জন মহিলার শ্লীলতাহানি করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরির পর থেকেই পলাতক ভেকধারী সন্ন্যাসী। শ্রী শৃঙ্গেরী মঠ কর্তৃপক্ষ তাঁকে পরিচালক পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে ওই ব্যক্তির সর্বশেষ অবস্থান ছিল আগ্রা।

আগে স্বামী পার্থসারথি নামে পরিচিত ছিলেন চৈতন্যনন্দ সরস্বতী। তাঁর বিরুদ্ধে এর আগেও অপরাধের অভিযোগ উঠেছিল। ২০০৯ সালে দিল্লির ডিফেন্স কলোনিতে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণা ও শ্লীলতাহানির একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং ২০১৬ সালে বসন্তকুঞ্জের এক মহিলা তাঁর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, ওড়িশার বাসিন্দা চৈতন্যনন্দ সরস্বতী ১২ বছর ধরে সংশ্লিষ্ট আশ্রমে বসবাস করছিলেন

এবং একইসঙ্গে আশ্রমের পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক হিসেবেও কাজ করতেন। অভিযোগের পর আশ্রম কর্তৃপক্ষ একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, স্বামী চৈতন্যনন্দ সরস্বতী, যিনি পূর্বে স্বামী পার্থসারথি নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি কিছু বেআইনি এবং আপত্তিকর কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত। এর ফলে আশ্রম তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। শ্রী শৃঙ্গেরী মঠ কর্তৃপক্ষ স্বামী চৈতন্যনন্দ সরস্বতীর বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগও দায়ের করেছে। অভিযোগকারীরা শ্রী সারদা ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ম্যানেজমেন্টে ইডব্লুএস স্কলারশিপের অধীনে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট (পিজিডিএম) কোর্সের ছাত্রী ছিলেন, যেখানে অভিযুক্ত পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তদন্তের সময়, ৩২ জন ছাত্রীর বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে।

প্রকাশিত টেট পরীক্ষার ফল, পাশ ৬,৭৫৪

(প্রথম পাতার পর)

অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে থেকে নিয়োগের জন্যও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শীঘ্রই শূন্যপদ পূরণ করতে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে চলেছে। মূলত ওবিসি জটিলতার কারণেই টেটের ফল প্রকাশ করতে পারছিল না প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। এবার সেই ফল প্রকাশ হল। টেটের ফলপ্রকাশের পরপরই রাজ্য জুড়ে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

পুজোর সময় ঘুরে আসুন আন্দুল রাজবাড়ি। প্রাসাদটি দেখার মতো। নিষ্ঠার সঙ্গে আয়োজিত হয় দুর্গাপুজো। মন ভাল হয়ে যাবে

পুজোর ভ্রমণ ৪

পুজো কাটান রাজবাড়িতে

রাজকীয় স্বাদে পুজোর দিনগুলো কাটাতে চান? চিন্তা নেই। এখন বেশকিছু রাজবাড়িতে থাকার ব্যবস্থা আছে। খরচ নাগালের মধ্যেই। কলকাতা থেকে অল্প দূরে কয়েকদিন ছুটি কাটাতে চাইলে অনায়াসে ঘুরে আসতে পারেন। লিখেছেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

পঁচেটগড় রাজবাড়ি

চিল্কিগড় রাজবাড়ি

পুজোর সময় ঘুরে আসা যায় ঝাড়গ্রামের চিল্কিগড় রাজবাড়ি। থাকার পাশাপাশি খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে পুজো দেখার সুযোগ। রাজবাড়ির কুলদেবী কনকদুর্গা। তাঁর মন্দির রাজবাড়ির খুব কাছেই। দুর্গামন্দির দর্শনের পাশাপাশি সেখানে অরণ্যে পায়ে হেঁটে বেড়ানোরও সুযোগ রয়েছে। খরস্রোতা ডুলুং নদীর তীরে ৬১ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে চিল্কিগড় মন্দির সংলগ্ন ভেষজ গাছের সম্ভার। প্রায় তিনশোর বেশি প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। রাজবাড়ি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অন্দরমহলের পাঁচটি কক্ষকে আপাতত অতিথিশালা করা হয়েছে। চালু হয়েছে রাজবাড়ির নিজস্ব উদ্যোগেই। ঝাড়গ্রাম স্টেশনে নেমে চিল্কিগড় যাওয়া যায়।

চিল্কিগড় রাজবাড়ি

বাওয়ালি রাজবাড়ি

প্রায় তিনশো বছরের পুরনো বাওয়ালি রাজবাড়ি। বহু ইতিহাসের সাক্ষী। এই বাড়ির কোণায় কোণায় রয়েছে রাজকীয়তার অগণিত নজির। বিশাল ঘর, উচ্চমানের রেস্তোরাঁ, সুইমিং পুল, পিয়ানো ঘর রয়েছে। কলকাতা থেকে মাত্র ঘণ্টাখানেকের দূরত্বে এই বিশাল রাজবাড়ি আজ রিসর্টে পরিণত হয়েছে। রয়েছে ব্যাঙ্কোয়েট হল।

রাজবাড়িতে মূলত সাধারণ মানুষ ভিড় করেন রাজকীয়তার স্বাদ উপভোগ করতে। টানা বারান্দা, সাবেকি ধাঁচে সাজানো বিশাল ঘর ও কুণ্ডুবংশের পূর্বসূরিদের ইতিহাসে ঘেরা এই রাজবাড়িতে গেলে একঝটকায় পৌঁছে যাবেন রাজ-রাজড়াদের যুগে।

কাছেপিঠে হয় বেশকিছু দুর্গাপুজো। ঘুরে দেখা যায়। শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে বজবজ। সেখান থেকে স্থানীয় গাড়িতে যেতে হয় উত্তর বাওয়ালি গ্রামে অবস্থিত রাজবাড়ি বাওয়ালি।

ইটাচুনা রাজবাড়ি

কলকাতার কাছেই মাত্র ৭০ কিলোমিটার দূরত্বে খন্যান স্টেশনের কাছেই রয়েছে ইটাচুনা রাজবাড়ি। ৮ একর জমি নিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাগান ও পুকুরে ঘেরা এই রাজবাড়ি সুবিশাল ও ভারি মনোরম। এর তিনটি অংশ আছে। দেবমহল, অন্দরমহল, এবং বাহিরমহল। সিংহদুয়ার দিয়ে ভিতরে ঢুকে দুই পাশে বিস্তার করে থাকে রাজবাড়ির নানা অংশ। ইটাচুনা

বাড়ি কোঠি

মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জের এই রাজবাড়ি নির্মাণ হয়েছিল ১৭৭৪ সালে। নজর কেড়েছে ভ্রমণপিপাসুদের। গ্রাম্য পরিবেশের বুকে জমিদারির স্বাদ পেতে হলে এই জায়গা আদর্শ। পৌঁছলেই প্রথমে সাদরে বরণ করে নেওয়া হয়। কয়েক একর জমি নিয়ে বিস্তৃত সুবিশাল এই রাজাবাড়ি ঘুরে দেখতেই কেটে যায় প্রায় একটা দিন। আছে শিসমহল, লাইব্রেরি, জলসাঘর, দরবার হল, জনানা চৌক আরও অনেক কিছুই। ঐতিহাসিক শহরে মুর্শিদাবাদে বসে নবাবি আমেজে পুজোর ছুটি কাটাতে চাইলে বাড়ি কোঠী কিন্তু আদর্শ জায়গা। পুজোয় রাজবাড়িতে থাকা-খাওয়ার বিশেষ আয়োজন থাকে। হাওড়া থেকে ট্রেনে আজিমগঞ্জ। ট্রেন থেকে নেমে স্থানীয় গাড়িতে পৌঁছে যাওয়া যায় বাড়ি কোঠি।

কাশিমবাজার রাজবাড়ি

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি শহর কাশিমবাজার। আছে রাজবাড়ি। এই রাজবাড়ি পর্যটকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। দেশ-বিদেশ থেকে বহু মানুষ ঘুরতে আসেন। কাশিমবাজার একসময় বাংলার রেশম ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানে ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কুঠিও। রাজবাড়ির সুন্দর স্থাপত্য পর্যটকেদের মুগ্ধ করার মতো। থাকা

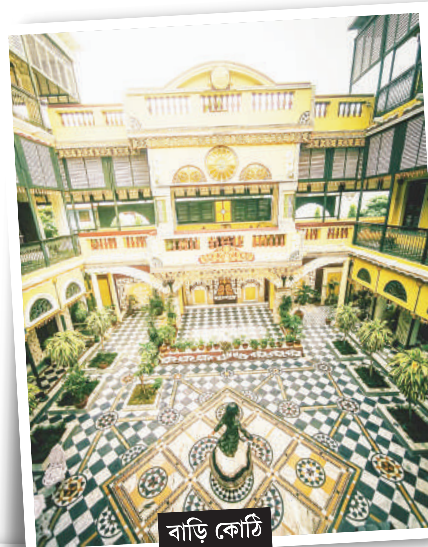

বাড়ি কোঠি

যায় এখানে। এখানকার প্রাচীন দুর্গাপুজো ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী প্রথা আজও প্রচলিত আছে। রাজবাড়ির সদস্যদের সঙ্গে মিশে দুর্গাপুজো দেখার সুযোগ রয়েছে। কাছের এক পুকুরঘাটে নবপত্রিকা স্নান, কলাবউকে নতুন রূপে সাজানো, সপ্তমীর পুজো ও অঞ্জলি দেওয়া— উপভোগ করা যায় সবকিছুই। কলকাতা থেকে ট্রেনপথে বহরমপুর কোর্ট স্টেশন। সেখান থেকে স্থানীয় গাড়িতে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাওয়া যায় কাশিমবাজার রাজবাড়ি।

ইটাচুনা রাজবাড়ি

কাশিমবাজার রাজবাড়ি

পঁচেটগড় রাজবাড়ি

পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর ব্লকে রয়েছে পঁচেটগড় রাজবাড়ি। সমুদ্রের কাছেই। এই বাড়ির দ্বারও পর্যটকদের জন্য খোলা। রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাসোদপম সাদা ভবনটি আসলে দাস মহাপাত্র পরিবারের। শোনা যায়, এই পরিবারের পূর্বপুরুষ ছিলেন বিখ্যাত সেতার বাদক। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ যদুনাথ ভট্টাচার্যেরও এই বাড়িতে যাতায়াত ছিল। বাড়ির ভিতরে প্রশস্ত চত্বর, সারি দেওয়া ঘর। বৈভব না থাকলেও, আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। রাজবাড়ির অলিন্দ কিংবা জলসাঘরে পা রেখে পর্যটকেরা উপলব্ধি করতে পারবেন এই বাড়ির নানা কথা ও কাহিনি। এই বাড়ির ঠাকুর দালানে প্রতি বছর দুর্গাপুজো হয়। রাজবাড়ির ভিতরেই রয়েছে কিশোরাই জিউয়ের মন্দির। ঝুলনের সময় ঘটা করে উৎসবও হয়। থাকার পাশাপাশি এখানকার দুর্গাপুজো দেখলে মন ভরে যাবে। কলকাতা থেকে দিঘা যাওয়ার পথে, বাজকুল ও এগরা সড়কে ৫৫ কিলোমিটার এলে পঁচেটে বাস স্ট্যান্ড। সেখান থেকে গ্রামীণ পাকা সড়ক ধরে গাড়িতে ১০ মিনিট এগোলেই পঁচেটগড় রাজবাড়ি।

ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি

শুধুমাত্র বাইরে থেকে দেখে ফিরে আসা নয়, এখন ঝাড়গ্রাম রাজবাড়িতেও রয়েছে পর্যটকদের থাকার সুযোগ। তবে রাজবাড়িতে চাইলেও কেউ প্রবেশের অনুমতি পান না। শুধুমাত্র যাঁরা রাজবাড়ির সদস্য দ্বারা পরিচালিত 'হেরিটেজ হোটেলে' থাকেন তাঁদেরই ভিতরে যাওয়ার ছাড়পত্র থাকে। ৭০ বিঘা জমির উপর তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এই রাজবাড়িতে ইউরোপীয় ও মোগল স্থাপত্যের ছাপ স্পষ্ট। রাজবাড়ির সামনেই রাজ পরিবারের সারদা মন্দির। এখানে নিষ্ঠার সঙ্গে আয়োজিত হয় দুর্গাপুজো। হাওড়া থেকে ট্রেনে ঝাড়গ্রাম স্টেশনে নেমে অটো ধরে ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি যাওয়া যায়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দল ঘোষণার আগে মাথায় চোট পেয়ে মাঠ ছাড়লেন প্রসিধ কৃষ্ণ

কামিন্সদের ভিসা মঞ্জুর, তবু ইরান-যাত্রায় সংশয়

প্রতিবেদন : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এ ইরানের সেপাহান এসসি-র বিরুদ্ধে মোহনবাগানের অ্যাওয়ে ম্যাচ ৩০ সেপ্টেম্বর। পঞ্চমীর দিন তেহরান রওনা হওয়ার কথা মোহনবাগানের। সবুজ-মেরুনের তিন অস্ট্রেলীয় ফুটবলারের ভিসা পাওয়া নিয়ে সমস্যা থাকলেও সেপাহান ক্লাবের তরফে বাড়তি উদ্যোগ নিয়ে সবার ভিসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিন অস্ট্রেলীয় দিমিত্রি পেত্রাতোস, জেসন কামিন্স এবং জেমি ম্যাকলারেনেরও ভিসা মঞ্জুর হয়েছে। ইংল্যান্ডের ভিসা নিয়ে কলকাতায় খেলতে আসা বাগান ডিফেন্ডার টম অলড্রেডেরও ভিসা হয়েছে। তবু কামিন্স, দিমিত্রি, জেমিদের ইরান-যাত্রা নিয়ে সংশয়। শোনা যাচ্ছে, ইরান থেকে ম্যাচ সরানোর আর্জিও জানিয়েছিল মোহনবাগান। যদিও ক্লাব এই ব্যাপারে কোনও বিবৃতি দেয়নি।

সেপাহানের পাবলিক রিলেশন ম্যানেজার সালেহিয়ান মীর বলেছেন, আমরা মোহনবাগানের দেশি-বিদেশি সব ফুটবলারের ভিসা মঞ্জুর করেছি। আমাদের তরফে কোনও সমস্যা নেই। সমস্যা অবশ্য অন্য জায়গায়। গত অগাস্টে অস্ট্রেলিয়া সরকার এক বিবৃতি জারি করে জানিয়ে দেয়, ইরানে অস্ট্রেলীয় দূতাবাসের কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে অস্ট্রেলিয়া এবং ইরান-অস্ট্রেলিয়ার দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা মানুষরা আক্রান্ত হচ্ছেন। দূতাবাস কর্মীরাও সুরক্ষিত নন। এই অবস্থায় অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকরা ইরানে গিয়ে বিপদে পড়লে বা আক্রান্ত হলে তার দায়িত্ব অস্ট্রেলিয়া সরকার নেবে না। সংশ্লিষ্ট অস্ট্রেলীয় নাগরিককেই নিজের দায়িত্ব নিতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে মোহনবাগান টিম ম্যানেজমেন্ট কী করবে, সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন! তারা কি ম্যাকলারেন, কামিন্সদের দায়িত্বভার নেবে? বাগানের অস্ট্রেলীয় ফুটবলাররা কি ইরানে যাওয়ার ঝুঁকি নেবেন?

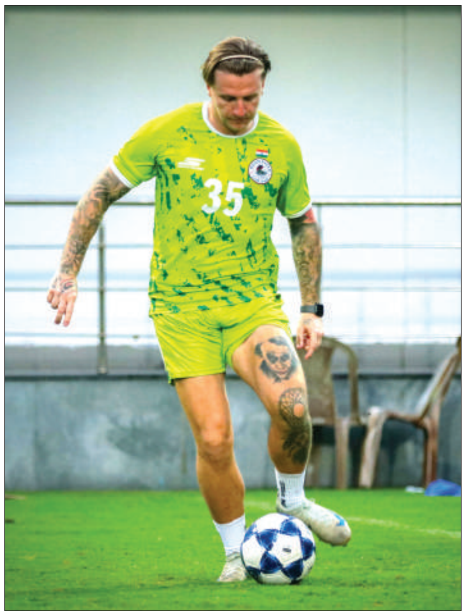

ইরান-যাত্রায় সংশয় থাকলেও প্রস্তুতি কামিন্সের।

মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি দেবাশিস দত্ত বললেন, আমি যতদূর জানি, মোহনবাগান ইরানে যাবে খেলতে। যেটুকু সমস্যা রয়েছে সেটা মেটানোর চেষ্টা চলছে।

ঘরের মাঠে গ্রুপের অপেক্ষাকৃত সহজ প্রতিপক্ষ তুর্কমেনিস্তানের আহাল এফকে-র কাছে হেরে পরের রাউন্ডে ওঠার কাজটা এমনিতেই কঠিন করে ফেলেছে জোসে মোলিনার দল। জেমি, কামিন্সদের ছাড়া ইরানে গেলে শক্তিশালী সেপাহান চ্যালেঞ্জ সামলানো কঠিন হবে মোহনবাগানের কাছে।

শিল্ডে নেই ডায়মন্ড হারবার ও মহামেডান

প্রতিবেদন : চার বছর পর আইএফএ শিল্ড আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিপাকে আইএফএ। কলকাতার চারটি দলকে রেখে সূচি তৈরির পরিকল্পনা করা হলেও ডায়মন্ড হারবার এফসি এবং মহামেডান ঐতিহ্যের শিল্ড না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ, দুই ক্লাবই তাদের ফুটবলারদের আগেই ১০ অক্টোবর পর্যন্ত ছুটি দিয়েছিল। এরপর শিল্ড আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয় আইএফএ। ডায়মন্ড হারবারের সহসভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, এত কম সময়ে সবাইকে শহরে ফিরিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে শিল্ড খেলা সম্ভব নয়। আমরা তাই টুর্নামেন্টে খেলছি না। মোহনবাগান এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। তবে আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত বললেন, শিল্ড জাঁকজমকভাবেই হবে। কেউ খেলুক বা না খেলুক।

ফুটবলে কোপ?

নয়াদিল্লি : পদক জয়ের সম্ভাবনা বিচার করে ২০২৬ এশিয়ান গেমসে দল পাঠাতে চায় সরকার। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের নতুন নীতি অনুযায়ী ভারতের পুরুষ ও মহিলা ফুটবল দলের পক্ষে শর্তপূরণ করা কঠিন। এশীয় ক্রমতালিকায় ভারতের পুরুষ দল রয়েছে ২৪ নম্বরে। মহিলা দল ১২ নম্বরে। ফলে দু'দলেরই ছাড়পত্র পাওয়া কঠিন।

লিগ জয়ই প্রেরণা, বলছেন সৌভিকরা

কসবা রাজডাঙা উদয় সংঘের পুজো মণ্ডপে আনোয়ার-সৌভিকরা।

প্রতিবেদন : দেবীপক্ষে কলকাতা লিগের জোড়া খেতাব এসেছে ইস্টবেঙ্গলে। বাকি মরশুমে সুপার কাপ, আইএসএলের আগে সেটাই অনুপ্রেরণা লাল-হলুদের সিনিয়র দলের কাছে। বুধবার সকালে কসবার একটি পুজোমণ্ডপে হাজির হন ইস্টবেঙ্গলের ছেলে ও মেয়েদের সিনিয়র দলের বেশ কয়েকজন ফুটবলার। কসবার রাজডাঙা নব উদয় সংঘের প্রতিমা ইস্টবেঙ্গলের ইনভেস্টর ইমামির আটা এবং পাথুরে মাটি দিয়ে তৈরি। অভিনব এই থিম দেখে মুগ্ধ ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলার আনোয়ার আলি, সৌভিক চক্রবর্তী, মহম্মদ রশিদরা। ক্লাবের ছ'জন মহিলা ফুটবলার ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ফাজিলা ইকওয়াপুট, রেস্টি নানজিরি, আবিনা ওপোকু, বিরশি ওরাও এবং শ্রাবণী মুর্মু। বিকেলে ক্লাব তাঁবুতে লিগ জয় উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন করেন ক্লাব সভাপতি মুরারিলাল লোহিয়া।

অক্টোবরে পরপর টুর্নামেন্ট খেলতে হবে। আইএফএ শিল্ডের পরই সুপার কাপের মতো প্রথম সারির প্রতিযোগিতা রয়েছে। এরপর আইএসএল। সৌভিক বলছেন, কলকাতা লিগ জয় ইস্টবেঙ্গলের জন্য দারুণ ইতিবাচক দিক। এরপর আইএফএ শিল্ড, সুপার কাপ রয়েছে। শেষে আইএসএলের মতো দেশের সেরা লিগ। তার আগে কলকাতা লিগের জোড়া খেতাব আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। জুনিয়রদের আত্মবিশ্বাস বাড়ল। ওরা বুঝিয়ে দিল, তারা তৈরি। এতে মূল দলে প্রতিযোগিতা বাড়বে। ঢাকের বাদ্যিতে সরগরম পুজোমণ্ডপ। উৎসবের আবহেও লক্ষ্য থেকে সরছেন না লাল-হলুদ ফুটবলাররা।

তুমি যোগ্য, মেসির শুভেচ্ছা ডেম্বেলেকে

মায়ামি, ২৪ সেপ্টেম্বর : উসমান ডেম্বেলের ব্যালন ডি'অর জয়ে উচ্ছ্বসিত লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপের মতো মহাতারকারা। বার্সেলোনার ওয়ান্ডারকিড লামিনে ইয়ামালকে পিছনে ফেলে বিশ্ব ফুটবলের ব্যক্তিগত সেরা ফুটবলারের মর্যাদাপূর্ণ ট্রফি জিতেছেন ডেম্বেলে। ফ্রান্স জাতীয় দলে ফরাসি স্ট্রাইকারের সতীর্থ এমবাপে এখনও ব্যালন জিততে পারেননি। কিন্তু এই ব্যাপারে ডেম্বেলে তাঁকে ছাপিয়ে গেলেও জাতীয় দলে তাঁর সতীর্থকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন এমবাপে। ডেম্বেলেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি মেসিও।

ইন্টার মায়ামির অধিনায়ক স্প্যানিশেই ডেম্বেলের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন। পোস্টে মেসি লিখেছেন, দুর্দান্ত উসমান! তোমাকে অভিনন্দন। তোমার জন্য আমি দারুণ খুশি। এটার যোগ্য তুমি। বার্সেলোনায় ডেম্বেলের সঙ্গে চারটি মরশুম কাটিয়েছেন মেসি। এমবাপে তাঁর ফরাসি সতীর্থের উদ্দেশে ইনস্টাগ্রাম পোস্টে অভিনন্দন বার্তায় লিখেছেন, উসমান ডেম্বেলে। এই পুরস্কার পাওয়াটা খুবই রোমাঞ্চকর, ভাই! তুমি এটা ১০০০ বার পাওয়ার যোগ্য।

ব্যর্থ রাহুল

লখনউ : অস্ট্রেলিয়া এ দলের বিরুদ্ধে রান পেলেন না কে এল রাহুল। দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্টে বুধবার বিপক্ষের প্রথম ইনিংস ৪২০ রানে শেষ হওয়ার পর, ভারত এ দলের হয়ে ওপেন করতে নেমে মাত্র ১১ রান করে আউট হলেন। উইল সাদারল্যান্ডের বলে উইকেটকিপার জস ফিলিপের হাতে ধরা পড়েন তিনি। মাত্র ১৯৪ রানেই গুটিয়ে যায় ভারত এ দলের প্রথম ইনিংস। একমাত্র লড়াই করেন সাই সুদর্শন। তিনি ৭৫ করে আউট হন। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া এ দল ১৬ রানে ৩ উইকেট খুইয়ে বসেছে।

হার প্রণয়ের

সুওন : কোরিয়া মাস্টার্স ব্যাডমিন্টনের প্রথম রাউন্ড থেকেই দুর্ভাগ্যজনকভাবে ছিটকে গেলেন এইচ এস প্রণয়। বুধবার ছেলেদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে প্রণয়ের প্রতিপক্ষ ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার চিকো আউরা ওয়ার্ডোয়া। প্রথম গেম প্রণয় যখন ৫-৮ পয়েন্টে পিছিয়ে, তখন ডান পাঁজরে চোট পান। এরপর আর খেলা চালিয়ে যেতে পারেননি ভারতীয় শাটলার।

দুরন্ত এমবাপে, ছুটছে রিয়াল

মাদ্রিদ, ২৪ সেপ্টেম্বর : মরশুমের শুরুতেই স্বপ্নের ফর্মে কিলিয়ান এমবাপে। তাঁর জোড়া গোলের লুবাদে লা লিগায় লেভান্তেকে ৪-১ ব্যবধানে চূর্ণ করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। যা লিগে রিয়ালের টানা ষষ্ঠ জয়। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ ধরলে, নতুন মরশুমে সাতটি ম্যাচ খেলে সাতটিতেই জিতল রিয়াল।

রিয়ালের এই ধারাবাহিকতার পিছনে বড় অবদান রয়েছে এমবাপের। লা লিগায় ৬ ম্যাচে ৭ গোল। সব মিলিয়ে এই মরশুমে ৭ ম্যাচে ৯ গোল! চমকে দেওয়ার মতোই পারফরম্যান্স। জাবি আলোন্সো কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ফরাসি তারকা নিজের সেরা ফর্মে ফিরেছেন।

গোলের উচ্ছ্বাস এমবাপের।

লেভান্তের বিরুদ্ধে ২৮ মিনিটেই রিয়ালকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র। বক্সের মধ্যে বল পেয়ে দুরন্ত শটে গোল করেন তিনি। ৩৮ মিনিটে একটি চমৎকার আক্রমণ থেকে ২-০ করেন রিয়ালের তরুণ তুর্কি ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো। রিয়ালের জার্সিতে এটাই প্রথম গোল আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকারের। বিরতির সময় দু'গোলে এগিয়ে থেকেই মাঠ ছেড়েছিল রিয়াল। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়ার মিনিট দশেকের মধ্যেই অবশ্য লেভান্তের হয়ে ব্যবধান কমিয়েছিলেন ইটা ইয়ং। তবে ৬৪ মিনিটে এমবাপের গোলে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় রিয়াল। পেনাল্টি থেকে গোল করেন ফরাসি তারকা। দু'মিনিট পরেই ফের গোল। এবারও এমবাপে। এবার সতীর্থ আর্দা গুলেরের পাস থেকে বল পেয়ে জাল কাঁপান এমবাপে।

এদিনের জয়ের পর ৬ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগার শীর্ষস্থান ধরে রাখল রিয়াল। কোচ আলোন্সো বলেছেন, একটা কঠিন ম্যাচ জিতলাম। স্কোরলাইন দেখে অন্যরকম মনে হলেও, লেভান্তেও ভাল খেলেছে। আমি নিজের দলের খেলায় খুশি। সামনে লম্বা মরশুম পড়ে রয়েছে। আমাদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

25 September, 2025 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

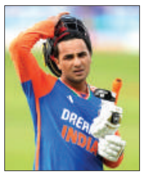

আইসিসি টি-২০ ব্যাটারদের তালিকার শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন অভিষেক শর্মা

বিগ ব্যাশে ওয়ার্নারের দলে অশ্বিন

সিডনি, ২৪ সেপ্টেম্বর : সব কিছু ঠিক থাকলে প্রথম ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেটার হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ টি-২০ লিগে খেলবেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বুধবার ফক্স স্পোর্টস কার্যত নিশ্চিত করেছে অশ্বিনের বিগ ব্যাশে যোগদানের খবর। তিনি খেলবেন সিডনি থান্ডারের হয়ে। যে দলের অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার। দলে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট এবং ওয়ান ডে অধিনায়ক প্যাট কামিন্সও। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার, সিডনি থান্ডারে অশ্বিনের সতীর্থ হবেন পাকিস্তানের অলরাউন্ডার সাদাব খানও। তাঁর সঙ্গে হাত মেলাবেন কি? আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই অশ্বিনের নাম সরকারিভাবে ঘোষণা করা হবে। অশ্বিন অবশ্য বিগ ব্যাশে পুরো মরশুম খেলবেন না। ১৪ ডিসেম্বর থেকে ১৮ জানুয়ারি বিগ ব্যাশের উইন্ডো। ভারতীয় তারকা খেলবেন ৪ জানুয়ারির পর বিবিএলের শেষ পর্বে। তার আগে দুবাইয়ে আন্তজাতিক টি-২০ লিগে খেলবেন অশ্বিন।

অভিষেক-কুলদীপে ফাইনালে ভারত

ভারত ১৬৮/৬(২০ ওভার)
বাংলাদেশ ১২৭/১০(১৯.৩ ওভার)

দুবাই, ২৪ সেপ্টেম্বর : পাকিস্তানের পর এবার বাংলাদেশ। টানা দুটি ম্যাচ জিতে এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারত। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সুপার ফোরের শেষ ম্যাচটা এখন সূর্যদের কাছে নিছকই নিয়মরক্ষার। রবিবার খেতাবি লড়াইয়ে সূর্যকুমার যাদবদের প্রতিপক্ষ কে হবে, সেটা ঠিক হবে বৃহস্পতিবার। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ম্যাচের পর। যে দল জিতবে, তারাই সূর্যদের মুখোমুখি হবে।

বুধবার বাংলাদেশকে ৪১ রানে হারিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ফের দুরন্ত ব্যাটিং করলেন অভিষেক শর্মা। আরও একটা ম্যাচ জেতানো ইনিংস এল পাক-জয়ের নায়কের ব্যাট থেকে। আরেকজন কুলদীপ যাদব। ১৮ রানে ৩ উইকেট নিলেন বাঁ হাতি রিস্ট স্পিনার। অভিষেক সহজ ক্যাচ মিস না করলে উইকেট সংখ্যা আরও বাড়ত। চলতি এশিয়া কাপে ১৩ উইকেট শিকার হয়ে গেল কুলদীপের। দুটো করে উইকেট নিলেন জসপ্রীত বুমরা ও বরুণ চক্রবর্তী। একটি করে উইকেটে অক্ষর প্যাটেল ও তিলক ভার্মা।

অভিষেক ব্যক্তিগত পঞ্চাশ পূর্ণ করেন ২৫ বলে। শুরুতেই একবার ক্যাচ তুলে বেঁচে গিয়েছিলেন। অভিষেকের রান তখন ৭। তানজিম হাসানের বলে তাঁর ক্যাচ ফেলে দেন উইকেটকিপার জাকের আলি। যিনি লিটনের পরিবর্তে এদিন বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তবে এর পরেই ঝড় তোলেন অভিষেক। তাঁকে দারুণ সঙ্গ দিচ্ছিলেন শুভমন গিলও। দু'জনের দাপটে পাওয়ার প্লে-তেই ৭২ রান উঠে গিয়েছিল। যা এবারের এশিয়া কাপের সর্বোচ্চ। তবে সপ্তম ওভারে বল করতে এসে জুটি ভাঙেন রিশাদ হোসেন। বাংলাদেশি স্পিনারের বল ছয় মারতে গিয়ে লং অফে ক্যাচ দিয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন শুভমন। তাঁর অবদান ১৯ বলে ২৯ রান।

হাফ সেঞ্চুরির পর অভিষেক। উইকেট শিকারী কুলদীপ। বুধবার দুবাইয়ে।

দুই ওপেনার বড় রানের ভিত গড়ে দিলেও, স্কোরবোর্ডে প্রত্যাশিত রান তুলতে পারেনি ভারত। এর কারণ মিডল অর্ডারের ব্যর্থতা। পাওয়ার প্লে-তে ঝড় তুললেও, শেষ ১৪ ওভারে মাত্র ৯৬ রানই তুলতে পেরেছিলেন সূর্যরা। অন্যদিকে, মাঝের ওভারগুলোয় দারুণ বল করেছেন বাংলাদেশের বোলাররা। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভাল ফিল্ডিং। তিন নম্বরে শিবম দুবেকে পাঠিয়ে ফাটকা খেলেছিল ভারত। কিন্তু মাত্র দু'রান করে রিশাদের দ্বিতীয় শিকার হন দুবে। অন্যদিকে, যেভাবে ব্যাট করছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল টি-২০ ক্রিকেটে তিন নম্বর সেঞ্চুরিটা আসতে চলেছে। কিন্তু ৭৫ করে রান আউটের শিকার হন অভিষেক। তাঁর ৩৭ বলের ঝোড়ো ইনিংস সাজানো ছিল ৬টি চার ও ৫টি ছয় দিয়ে। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবও বেশিক্ষণ ক্রিজে টিকতে পারেননি। পাঁচ রান করে মুস্তাফিজুর রহমানের বলে উইকেটের পিছনে জাকেরের গ্লাভসে ধরা পড়েন তিনি। ফলে বিনা উইকেটে ৭৭ থেকে দ্রুত ৪ উইকেটে ১১৪ হয়ে গিয়েছিল ভারত। হতাশ করেন তিলক ভার্মাও (৫)। হার্দিক পান্ডিয়া ২৯ বলে ৩৮ রান করে পরিস্থিতি সামাল দেন।

রান তাড়া করতে নেমে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। যার প্রভাব পড়েছিল রানরেটে। পাওয়ার প্লে-তে মাত্র ৪৪ রানই উঠেছিল।বাংলাদেশের হয়ে একমাত্র লড়লেন ওপেনার সাইফ হুসেন। তবে তাঁর ৫১ বলে ৬৯ রানের ইনিংস কোনও কাজে এল না। সাইফ ও পারভেজ হুসেন (২১) ছাড়া আর কোনও বাংলাদেশি ব্যাটার দু'অঙ্কের রানে পৌঁছতে পারেননি।

ফাইনালে দেখা হলে মাঠেই জবাব পাবে

সূর্যর খোঁচার পাল্টা শাহিনের

আবু ধাবি, ২৪ সেপ্টেম্বর : ভারতের কাছে হারের ধাক্কা সামলে সুপার ফোরের দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে পাকিস্তান। আর এই একটা জয় বদলে দিয়েছে পাক শিবিরকে। টুর্নামেন্টে দ্বিতীয়বার পাকিস্তানকে হারিয়ে সূর্যকুমার যাদব খোঁচা দিয়ে বলেছিলেন, আমার মনে হয়, ভারত-পাকিস্তান লড়াই নিয়ে এবার প্রশ্ন করা বন্ধ হওয়া উচিত। কারণ দুটো দলের স্কোরলাইন যদি ৭-৭ বা ৮-৭ হয়, তখনই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ওঠে। কিন্তু একটা দলের পক্ষে স্কোরলাইন যদি ১৩-০ বা ১০-১ হয়, তাহলে এটা আর কোনও লড়াই থাকে না।

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে পাল্টা হুঙ্কার দিয়েছেন শাহিন আফ্রিদি। বাঁ হাতি পাক পেসার বলেছেন, ওরা যা খুশি তাই বলতে পারে। সবার নিজস্ব মতামত রয়েছে। আমরা ফাইনালে উঠলে মাঠেই জবাব পাবে। এখনও তো ভারত ফাইনালে ওঠেনি। কাদের মধ্যে ফাইনাল হবে, সেটা আগে ঠিক হোক। আমরা এখানে এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য এসেছি। নিজেদের লক্ষ্যপূরণের জন্য সেরাটাই দেব। ভারতের বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক অঙ্গভঙ্গি করেছিলেন হ্যারিস রউফ। এই প্রসঙ্গে আফ্রিদির বক্তব্য, সবারই নিজের মতো করে উচ্ছ্বাস বা আবেগ প্রকাশের অধিকার রয়েছে। প্রত্যেকের আত্মসম্মানবোধ আলাদা। এদিকে, বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ। পাক শিবির অবশ্য ধরেই নিয়েছে তারা ফাইনাল খেলছে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১৮ রানে ২ উইকেট নেওয়ার পর, ব্যাট হাতে ৩০ বলে অপরাজিত ৩২ করে ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন হুসেন তালাত। তিনি বলছেন, আমাদের দলে প্রচুর বিকল্প। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ধারাবাহিকতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কিন্তু ছন্দে ফিরতে শুরু করেছি। আর তো মাত্র দুটো ম্যাচ। এই দুটো ম্যাচ জিতলেই ট্রফি আমাদের।

ছক্কার নতুন রেকর্ড বৈভবের

ব্রিসবেন : অনূর্ধ্ব ১৯ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দুরন্ত হাফ সেঞ্চুরি হাঁকানোর পাশাপাশি ছক্কার নতুন রেকর্ড গড়ছেন বৈভব সূর্যবংশী। এদিন ৫টি চার ও ৬টি ছয় মেরে ৬৮ বলে ৭০ রান করার পথে, যুব ক্রিকেটে সবথেকে বেশি ছয় হাঁকানোর নতুন কীর্তি গড়ছেন বৈভব। এই রেকর্ড ছিল উন্মুক্ত চন্দের দখলে। তিনি ২১ ইনিংসে ৩৮টি ছয় মেরেছিলেন। বৈভব মাত্র ১০ ইনিংসে ৪১টি ছয় মেরে নতুন রেকর্ড গড়লেন। প্রথমে ব্যাট করে ৪৯.৪ ওভারে ৩০০ রানে অলআউট হয় অনূর্ধ্ব ১৯ ভারত। বৈভব ছাড়াও রান করেছেন অভিজ্ঞান কুণ্ডু (৬৪ বলে ৭১) এবং বিহান মালহোত্রা (৭৪ বলে ৭০)। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ৪৭.২ ওভারে ২৪৯ রানে গুটিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। ফলে ৫১ রানে ম্যাচ জিতে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার সুবাদে সিরিজ পকেটে পুরে ফেলল ভারত।

ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফর

বিরাটের কাছ থেকে সাড়া পাচ্ছে না বোর্ড

মুম্বই, ২৪ সেপ্টেম্বর : টেস্ট এবং আন্তজাতিক টি-২০ থেকে অবসর নিয়েছেন। শুধু ওয়ান ডে ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সম্প্রতি লন্ডনে প্রস্তুতিও শুরু করেছেন বিরাট কোহলি। এই মুহূর্তে সপরিবারে লন্ডনে রয়েছেন বিরাট। অক্টোবরেই অস্ট্রেলিয়ায় ওয়ান ডে ও টি-২০ সিরিজ খেলতে যাবে ভারত। ১৯ অক্টোবর প্রথম ওয়ান ডে। তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে বিরাটের খেলার কথা থাকলেও জানা গিয়েছে, প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও নাকি সাড়া পাচ্ছেন না প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকর। ফলে অস্ট্রেলিয়া সিরিজের দলে বিরাট থাকবেন কি না, তা নিশ্চিত নয়। ২০২৭ বিশ্বকাপও অনেক দেরি। তাই ৩৭ বছরের কিং কোহলির ওয়ান ডে ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকছেই।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, বিসিসিআই চেয়েছিল অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারত 'এ' দলের যে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ রয়েছে কানপুরে, সেখানে খেলুন বিরাট ও রোহিত। কিন্তু বিরাট নাকি খেলার আগ্রহ দেখায়নি। একদিনের ক্রিকেট নিয়ে তাঁর ভাবনা ঠিক কী, তা জানতেই আগারকর যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলেন বিরাটের সঙ্গে। কিন্তু তারকা ব্যাটারের কাছ থেকে কোনও জবাব আসেনি বলেই শোনা যাচ্ছে। ৩০ সেপ্টেম্বর কানপুরে শুরু হচ্ছে ভারত 'এ' এবং অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের মধ্যে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ। সেখানে বিরাট না থাকলেও রোহিতকে খেলতে দেখলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অজি পরীক্ষা দিয়েই অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রস্তুতি নিতে পারেন রোহিত।

লন্ডনের রাস্তায় অনুষ্কা ও বিরাট।

এদিকে, বিরাটকে নিয়ে প্রাক্তন সতীর্থ ইশান্ত শর্মা বলেছেন, যখন আমি খেলতে শুরু করি তখন অনেকেই কিংবদন্তির তকমা পেয়েছিল। এখন আমার মনে হয়েছে, একজনই সেই তকমা ধরে রাখতে পেরেছে—বিরাট কোহলি।

যাঁরা লিখলেন

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উৎসব
সংখ্যা ১৪৩২

মুখ্যমন্ত্রীর কবিতা

বিশেষ কলাম
» মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
» অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ
» শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
» অরূপ বিশ্বাস
» ফিরহাদ হাকিম
» ব্রাত্য বসু
» শশী পাঁজা
» পার্থ ভৌমিক
» গৌতম দেব
» বীরবাহা হাঁসদা
» সুস্মিতা দেব
» পূর্ণেন্দু বসু
» সামিরুল ইসলাম
» ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
» তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য
» অভিরূপ সরকার
» কৃষ্ণকুমার দাস
» কিংশুক প্রামাণিক

বিশেষ রচনা
» প্রচেত গুপ্ত
» অশোক মজুমদার
» সৌম্য সিংহ
» প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
» তনুশ্রী কাঞ্জিলাল মাশচরক
» অর্ণব সাহা
» মৃত্যুঞ্জয় পাল
» তুষার শীল

শব্দবাংলা
» শুভজ্যোতি রায়

রম্যরচনা
» উল্লাস মল্লিক

উপন্যাস
» রূপক সাহা
» দেবারতি মুখোপাধ্যায়

শিশু-কিশোর
» প্রদীপ আচার্য
» অংশুমান চক্রবর্তী
» দেবাশিস পাঠক
» নন্দিনী নাগ

কবিতা
» সুবোধ সরকার
» ইন্দ্রনীল সেন
» সুদীপ রাহা
» সুব্রতা ঘোষ রায়
» তিলোত্তমা বসু
» অনিতা বসু
» অশ্রুরঞ্জন চক্রবর্তী
» অরিজিৎ চক্রবর্তী
» প্রবীর ঘোষ রায়
» চিরঞ্জিৎ সাহা
» দেবাশিস চন্দ
» শিবনাথ দাস
» সমুদ্র বসু
» সুস্মেলী দত্ত
» অনুরাধা ঘোষ
» শুক্লা গাঙ্গুলি
» বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য
» গোলাম রসুল
» দেবাশিস তেওয়ারী
» ফারুক আহমেদ

ভ্রমণ
» হেমন্তিকা কর
» অয়ন চক্রবর্তী
» পৌলমী ভৌমিক
» চৈতালী সিনহা

বিজ্ঞান
» রামকৃষ্ণ দত্ত
» দীপ্র ভট্টাচার্য
» প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী
» তুহিন সাজ্জাদ সেখ

স্বাস্থ্য
» ডাঃ পল্লব বসু
» পৌষালী কুণ্ডু
» পায়েল ঘোষ
» ডাঃ প্রকাশ মল্লিক
» শীলা রাজবংশী

খাওয়াদাওয়া
» অনির্বাণ ঘোষ
» শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

খেলা
» দেবাশিস দত্ত
» অলোক সরকার
» জিনিয়া রায়চৌধুরী
» অনির্বাণ দাস

গল্প
» শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
» অমর মিত্র
» নবকুমার বসু
» ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
» লীনা গঙ্গোপাধ্যায়
» ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়
» সুকুমার রুজ
» দীপান্বিতা রায়
» বিতস্তা ঘোষাল
» অতীন জানা
» অমিতাভ সমাজপতি
» প্রীতিকণা পালরায়
» পার্থসারথি গুহ
» দেবযানী বসু কুমার

বিনোদন
» স্টার তৈরি হয় সিঙ্গল স্ক্রিনে : শাশ্বত
আলাপচারিতায় **সন্ময় দে**
» **শঙ্কর ঘোষ**
» পরিচালকের চেয়ে শিবু অভিনেতাই বেশি : নন্দিতা রায়
মুখোমুখি **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**
» অংশুমান চক্রবর্তী

প্রকাশিত হয়েছে
শীঘ্রই সংগ্রহ করুন